বিংশতি অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা

এই অধ্যায়ে প্লক্ষ আদি ছয়টি দ্বীপ এবং তাদের বেষ্টনকারী সমুদ্রের বর্ণনা করা হয়েছে। লোকালোক পর্বতের অবস্থান এবং পরিমাণও বর্ণনা করা হয়েছে। জম্বূদ্বীপের দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট প্লক্ষদ্বীপকে বেষ্টন করে রয়েছে লবণ-সমুদ্র। এই দ্বীপের অধিপতি হচ্ছেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব। এই দ্বীপ সাতটি বর্ষে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বর্ষে একটি পর্বত ও একটি বিশাল নদী রয়েছে।

দ্বিতীয় দ্বীপের নাম শাল্মলীদ্বীপ। এই দ্বীপ সুরাসমুদ্রে বেষ্টিত এবং এর বিস্তার ৩২,০০,০০০ মাইল, প্লক্ষ দ্বীপের দ্বিগুণ। এই দ্বীপের অধিপতি হচ্ছেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু। প্লক্ষদ্বীপের মতো এই দ্বীপও সাতটি বর্ষে বিভক্ত, এবং প্রতিটি বর্ষে একটি পর্বত এবং একটি মহানদী রয়েছে। এই দ্বীপবাসীরা চন্দ্রাত্মারূপে ভগবানের উপাসনা করেন।

কুশদ্বীপ নামক তৃতীয় দ্বীপটি ঘৃতসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সাতটি বর্ষে বিভক্ত। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের হিরণ্যরেতা নামক আর এক পুত্র, এবং এই দ্বীপবাসীরা অগ্নিরূপী ভগবানের উপাসক। এই দ্বীপের বিস্তার ৬৪,০০,০০০ মাইল, অর্থাৎ শাল্মলী দ্বীপের দ্বিগুণ।

ক্রৌঞ্চদ্বীপ নামক চতুর্থ দ্বীপটি ক্ষীরসমুদ্রে বেষ্টিত এবং এর বিস্তার ১,২৮,০০,০০০ মাইল, এবং এই দ্বীপটিও অন্যান্য দ্বীপের মতো সাতটি বর্ষে বিভক্ত এবং প্রতিটি বর্ষে একটি বিশাল পর্বত এবং একটি মহানদী রয়েছে। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ। এই দ্বীপবাসীরা জলরূপী ভগবানের উপাসক।

পঞ্চম দ্বীপ হচ্ছে শাকদ্বীপ, যা ২,৫৬,০০,০০০ মাইল বিস্তৃত, এবং দধিসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র মেধাতিথি। এই দ্বীপটিও সাতটি বর্ষে বিভক্ত এবং প্রতিটি বর্ষে একটি বিশাল পর্বত ও একটি বিশাল নদী রয়েছে। এই দ্বীপের অধিবাসীরা বায়ুরূপে ভগবানের উপাসনা করেন।

ষষ্ঠ দ্বীপ হচ্ছে পুষ্করদ্বীপ, যা পূর্ববর্তী দ্বীপটির দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট, তা জল-সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র বীতিহোত্র। এই দ্বীপটি মানসোত্তর নামক বিশাল পর্বতের দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। এই দ্বীপবাসীরা স্বয়ম্ভূমূর্তি ভগবানের উপাসক। পুষ্কর দ্বীপের পরে দুটি দ্বীপ রয়েছে, তাদের একটি সর্বদা সূর্যকিরণের দ্বারা আলোকিত এবং অন্যটি সর্বদা অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের মাঝখানে রয়েছে লোকালোক পর্বত, যা ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্ত থেকে একশ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। ভগবান নারায়ণ তাঁর ষড়ৈশ্বর্য বিস্তার করে এই পর্বতে অবস্থান করেন। লোকালোক পর্বতের বহির্ভাগে আলোকবর্ষ এবং অলোকবর্ষের পর মুক্তিকামী ব্যক্তিদের বিশুদ্ধ গন্তব্যস্থান।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে সূর্য অবস্থান করেন। ভূর্লোক এবং ভুবর্লোকের মধ্যস্থানে অন্তরীক্ষ। সূর্যগোলক এবং অণ্ডগোলকের মধ্যে দূরত্ব পঁচিশ কোটি যোজন (দুইশত কোটি মাইল)। সূর্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে আকাশকে বিভক্ত করে বলে তার নাম মার্তণ্ড, এবং যেহেতু তা মহত্তত্ত্বের শরীর হিরণ্যগর্ভ থেকে উৎপন্ন, তাই তাকেও বলা হয় হিরণ্যগর্ভ।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অতঃ পরং প্লক্ষাদীনাং প্রমাণলক্ষণসংস্থানতো বর্ষবিভাগ উপবর্ণ্যতে ॥১॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অতঃ পরম্**—তারপর; **প্লক্ষ-আদিনাম্**—প্লক্ষ আদি দ্বীপের; **প্রমাণ-লক্ষণ-সংস্থানতঃ**—আকার, প্রকার লক্ষণ এবং স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে; **বর্ষ-বিভাগঃ**—দ্বীপের বিভাগ; **উপবর্ণ্যতে**—বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—এরপর আমি প্লক্ষ আদি ছয়টি দ্বীপের পরিমাণ, লক্ষণ এবং আকার বর্ণনা করব।

শ্লোক ২

জম্বূদ্বীপোঽয়ং যাবৎপ্রমাণবিস্তারস্তাবতা ক্ষারোদধিনা পরিবেষ্টিতো যথা মেরুর্জম্বাখ্যেন লবণোদধিরপি ততো দ্বিগুণবিশালেন প্লক্ষাখ্যেন

পরিক্ষিপ্তো যথা পরিখা বাহ্যোপবনেন। প্লক্ষো জম্বূপ্রমাণো দ্বীপাখ্যাকরো হিরণ্ময় উত্থিতো যত্রাগ্নিরুপাস্তে সপ্তজিহ্বস্তস্যাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্বঃ স্বং দ্বীপং সপ্তবর্ষাণি বিভজ্য সপ্তবর্ষনামভ্য আত্মজেভ্য আকলয্য স্বয়মাত্মযোগেনোপররাম ॥ ২ ॥

জম্বূ-দ্বীপঃ—জম্বূদ্বীপ; **অয়ম্**—এই; **যাবৎ-প্রমাণ-বিস্তারঃ**—তার বিস্তার, যথা এক লক্ষ যোজন (আট মাইলে এক যোজন হয়); **তাবতা**—ততখানি; **ক্ষার-উদধিনা**—লবণ-সমুদ্রের দ্বারা; **পরিবেষ্টিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যথা**—যেমন; **মেরুঃ**—সুমেরু পর্বত; **জম্বূ-আখ্যেন**—জম্বূদ্বীপের দ্বারা; **লবণ-উদধিঃ**—লবণ-সমুদ্র; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ততঃ**—তারপর; **দ্বিগুণ-বিশালেন**—দ্বিগুণ পরিমাণ বিস্তৃত; **প্লক্ষ-আখ্যেন**—প্লক্ষদ্বীপের দ্বারা; **পরিক্ষিপ্তঃ**—পরিবেষ্টিত; **যথা**—যেমন; **পরিখা**—পরিখা; **বাহ্য**—বাহ্য; **উপবনেন**—উপবনের দ্বারা; **প্লক্ষঃ**—একটি প্লক্ষ বৃক্ষ; **জম্বূ-প্রমাণঃ**—জম্বূবৃক্ষের মতো উঁচু; **দ্বীপ-আখ্যা-করঃ**—দ্বীপের নামকরণ হয়েছে; **হিরণ্ময়ঃ**—অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত; **উত্থিতঃ**—উঠেছে; **যত্র**—যেখানে; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **উপাস্তে**—অবস্থিত; **সপ্তজিহ্বঃ**—সাতটি শিখা সমন্বিত; **তস্য**—সেই দ্বীপের; **অধিপতিঃ**—অধিপতি; **প্রিয়ব্রত-আত্মজঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **ইধ্মজিহ্বঃ**—ইধ জিহ্ব নামক; **স্বম্**—নিজের; **দ্বীপম্**—দ্বীপ; **সপ্ত**—সাত; **বর্ষাণি**—বর্ষে; **বিভজ্য**—বিভাগ করেছেন; **সপ্ত-বর্ষ-নামভ্যঃ**—যাদের থেকে সাতটি বর্ষের নামকরণ হয়েছে; **আত্মজেভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের; **আকলয্য**—দান করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আত্ম-যোগেন**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **উপররাম**—সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বত জম্বূদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, জম্বূদ্বীপ লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। জম্বূদ্বীপের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন (৮,০০,০০০ মাইল), এবং লবণ সমুদ্রের বিস্তারও সেই পরিমাণ। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা যেমন কখনও কখনও উপবনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তেমনই জম্বূদ্বীপকে বেষ্টনকারী লবণ সমুদ্র প্লক্ষদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার লবণ সমুদ্রের দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২,০০, ০০০ যোজন (১৬,০০,০০০ মাইল)। প্লক্ষদ্বীপে স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল একটি প্লক্ষ বৃক্ষ রয়েছে, এবং তা জম্বূদ্বীপের জম্বূবৃক্ষের মতো উচ্চ। সেই বৃক্ষের মূলে সাতটি শিখা সমন্বিত আগুন রয়েছে। এই প্লক্ষ বৃক্ষের নাম অনুসারে এই দ্বীপের প্লক্ষদ্বীপ নামকরণ হয়েছে। প্লক্ষ দ্বীপের অধিপতি হচ্ছেন মহারাজ

প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব। তিনি এই দ্বীপকে তাঁর সাতটি পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষে বিভাগ করেন এবং এক-একটি বর্ষ এক-একটি পুত্রকে দান করেন। তারপর তিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার জন্য সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩-৪

শিবং যবসং সুভদ্রং শান্তং ক্ষেমমমৃতমভয়মিতি বর্ষাণি তেষু গিরয়ো নদ্যশ্চ সপ্তৈবাভিজ্ঞাতাঃ ॥ ৩ ॥ মণিকূটো বজ্রকূট ইন্দ্রসেনো জ্যোতিষ্মান্ সুপর্ণো হিরণ্যষ্ঠীবো মেঘমাল ইতি সেতুশৈলাঃ। অরুণা নৃম্ণাঙ্গিরসী সাবিত্রী সুপ্রভাতা ঋতম্ভরা সত্যম্ভরা ইতি মহানদ্যঃ। যাসাং জলোপস্পর্শনবিধূতরজস্তমসো হংসপতঙ্গোর্ধ্বায়নসত্যাঙ্গসংজ্ঞাশ্চত্বারো বর্ণাঃ সহস্রায়ুষো বিবুধোপমসন্দর্শনপ্রজননাঃ স্বর্গদ্বারং ত্রয্যা বিদ্যয়া ভগবন্তং ত্রয়ীময়ং সূর্যমাত্মানং যজন্তে ॥ ৪ ॥

শিবম্—শিব; **যবসম্**—যবস; **সুভদ্রম্**—সুভদ্র; **শান্তম্**—শান্ত; **ক্ষেমম্**—ক্ষেম; **অমৃতম্**—অমৃত; **অভয়ম্**—অভয়; **ইতি**—এইভাবে; **বর্ষাণি**—সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষ; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **গিরয়ঃ**—পর্বত; **নদ্যঃ চ**—এবং নদী; **সপ্ত**—সাত; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অভিজ্ঞাতাঃ**—প্রসিদ্ধ; **মণিকূটঃ**—মণিকূট; **বজ্র-কূটঃ**—বজ্রকূট; **ইন্দ্রসেনঃ**—ইন্দ্রসেন; **জ্যোতিষ্মান্**—জ্যোতিষ্মান; **সুপর্ণঃ**—সুপর্ণ; **হিরণ্যষ্ঠীবঃ**—হিরণ্যষ্ঠীব; **মেঘমালঃ**—মেঘমাল; **ইতি**—এইভাবে; **সেতুশৈলাঃ**—বর্ষের সীমা নির্ধারণকারী পর্বতমালা; **অরুণা**—অরুণা; **নৃম্ণা**—নৃম্ণা; **আঙ্গিরসী**—আঙ্গিরসী; **সাবিত্রী**—সাবিত্রী; **সুপ্রভাতা**—সুপ্রভাতা; **ঋতম্ভরা**—ঋতম্ভরা; **সত্যম্ভরা**—সত্যম্ভরা; **ইতি**—এই প্রকার; **মহানদ্যঃ**—মহানদী; **যাসাম্**—যাদের; **জল-উপস্পর্শন**—কেবল জল স্পর্শ করার ফলে; **বিধূত**—ধৌত হয়; **রজঃ-তমসঃ**—রজ এবং তমোগুণ; **হংস**—হংস; **পতঙ্গ**—পতঙ্গ; **ঊর্ধ্বায়ন**—ঊর্ধ্বায়ন; **সত্যাঙ্গ**—সত্যাঙ্গ; **সংজ্ঞাঃ**—নামক; **চত্বারঃ**—চার; **বর্ণাঃ**—বর্ণের মানুষ; **সহস্র-আয়ুষঃ**—সহস্র বর্ষ আয়ু সমন্বিত; **বিবুধ-উপম**—দেবতাদের মতো; **সন্দর্শন**—অত্যন্ত সুন্দর রূপ সমন্বিত; **প্রজননাঃ**—এবং সন্তান উৎপাদন করে; **স্বর্গ-দ্বারম্**—স্বর্গের দ্বার; **ত্রয্যা বিদ্যয়া**—তিন বেদের নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করার দ্বারা; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ত্রয়ী-ময়ম্**—বেদে প্রতিষ্ঠিত; **সূর্যম্ আত্মানম্**—সূর্যরূপী পরমাত্মা; **যজন্তে**—তাঁরা উপাসনা করে।

অনুবাদ

শিব, যবস, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়—এই সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষের নামকরণ হয়েছে। সেই সাতটি বর্ষে সাতটি পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। পর্বতগুলির নাম মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুপর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল, এবং সাতটি নদীর নাম অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা। সেই নদীর জল স্পর্শ ও স্নান করার ফলে তৎক্ষণাৎ জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং হংস, পতঙ্গ, ঊর্ধ্বায়ন ও সত্যাঙ্গ নামক চারটি বর্ণের মানুষ যাঁরা প্লক্ষদ্বীপে বাস করেন, তাঁরা এইভাবে তাঁদের কলুষ থেকে মুক্ত হন। সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু এক হাজার বছর। তাঁরা দেবতাদের মতো সুন্দর, এবং তাঁদের সন্তান উৎপাদনের প্রকারও দেবতারের মতো। তাঁরা বেদোক্ত কর্মমার্গ অবলম্বনপূর্বক, সূর্যরূপী ভগবানের আরাধনা করে সূর্যলোকরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের ধারণা, মূলত তিনটি দেবতা রয়েছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন ব্রহ্মা ও শিবেরই সমান। কিন্তু এই বিচারটি ভিত্তিহীন। *বেদে* বলা হয়েছে, *ইষ্টাপূর্তং বহুধা জায়মানং বিশ্বং বিভর্তি ভুবনস্য নাভিঃ তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্যস্তদু চন্দ্রমাঃ অগ্নিঃ সর্বদৈবতঃ।* অর্থাৎ, ইষ্টাপূর্ত নামক বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের যিনি ভোক্তা, যিনি সমগ্র জগৎ পালন করেন, যিনি সমস্ত জীবদের আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন (*একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*) এবং যিনি সমগ্র সৃষ্টির মূল, তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণু। ভগবান শ্রীবিষ্ণু অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র আদি দেবতারূপে নিজেকে বিস্তার করেন। এই সমস্ত দেবতারা তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশ। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৩) বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, যারা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করে, তারাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করে।" পক্ষান্তরে যদি কেউ দেবতার পূজা করে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে দেবতাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে না জানে, তা হলে তার পূজা অবিধিপূর্বক। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৪) আরও বলেছেন, *অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ*—"আমি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা।"

কেউ তর্ক করতে পারে যে, বিভিন্ন দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুরই মতো মহান কারণ তাঁদের নাম বিষ্ণুরই বিভিন্ন নাম। কিন্তু সেই তর্কটি যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ বৈদিক শাস্ত্রে সেই কথা অস্বীকার করে বলা হয়েছে—

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদয়শ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা, নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে।

"চন্দ্রদেব নারায়ণের মন থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, এবং তাঁর চক্ষু থেকে সূর্যদেব উৎপন্ন হয়েছেন। শ্রবণ এবং প্রাণের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা নারায়ণ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, এবং অগ্নি দেবতা তাঁর মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। নারায়ণ থেকেই প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র উৎপন্ন হয়েছেন। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং দ্বাদশ আদিত্য সকলেই নারায়ণ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন।" স্মৃতিতেও বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাশম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ ।
এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা ॥
জগৎকার্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা ।
বিতেজসশ্চ তে সর্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি তে ॥

"ব্রহ্মা, শম্ভু, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং অন্যান্য সকলেই শ্রীবিষ্ণুর তেজ থেকে উৎপন্ন। জগতের যখন প্রলয় হয়, তখন তারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুতেই লীন হয়ে যান। অর্থাৎ এই সমস্ত দেবতাদের মৃত্যু হয়। তাঁদের প্রাণশক্তি শ্রীবিষ্ণুতেই লীন হয়ে যায়।"

তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন ভগবান; ব্রহ্মা বা শিব নন। কখনও কখনও যেমন রাজকর্মচারীকে রাষ্ট্রসরকার বলে মনে করা হয়, যদিও তাঁরা রাষ্ট্রের কোন বিভাগের অধিকর্তা মাত্র, ঠিক তেমনই বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর হয়ে কার্য করেন, যদিও তাঁরা কেউই বিষ্ণুর মতো শক্তি সম্পন্ন নন। সমস্ত দেবতাদের বিষ্ণুর নির্দেশে কার্য করতে হয়। তাই বলা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য* । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুই হচ্ছেন একমাত্র প্রভু, আর অন্য সকলেই তাঁর অনুগত ভৃত্য। শ্রীবিষ্ণু এবং দেবতাদের পার্থক্য *ভগবদ্গীতাতেও* বর্ণনা করা হয়েছে (৯/২৫)। *যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ / ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্*—যাঁরা দেব-দেবীদের পূজা করেন, তাঁরা দেব-দেবীদের লোকে যান, কিন্তু যাঁরা ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁরা বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠলোকে যান। এগুলি *স্মৃতির* উক্তি। তাই কেউ যদি মনে করে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত, তা হলে সেই মত শাস্ত্রবিরোধী। দেবতারা পরমেশ্বর নন। নারায়ণ, বিষ্ণু বা কৃষ্ণের কৃপার উপরই দেবতাদের ঈশ্বরত্ব নির্ভর করে।

শ্লোক ৫

প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপং যৎ সত্যস্যর্তস্য ব্রহ্মণঃ ।
অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্যমাত্মানমীমহীতি ॥ ৫ ॥

প্রত্নস্য—পুরাণ পুরুষ; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **রূপম্**—রূপ; **যৎ**—যা; **সত্যস্য**—পরম সত্যের; **ঋতস্য**—ধর্মের; **ব্রহ্মণঃ**—পরম ব্রহ্মের; **অমৃতস্য**—শুভ ফলের; **চ**—এবং; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর (অশুভ ফলের); **চ**—এবং; **সূর্যম্**—সূর্যদেব; **আত্মানম্**—পরমাত্মা বা সমস্ত আত্মার উৎস; **ঈমহি**—আমরা শরণাগত হই; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

(এই মন্ত্রের দ্বারা প্লক্ষ দ্বীপবাসীরা ভগবানের উপাসনা করেন—) আমরা সূর্যদেবের শরণ গ্রহণ করি, যিনি পুরাণ পুরুষ, সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র আরাধ্য ভগবান। তিনি বেদ, তিনি ধর্ম এবং তিনি সমস্ত শুভ ও অশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু মৃত্যুরও পরমেশ্বর, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*)। দুই প্রকার কর্ম রয়েছে—শুভ ও অশুভ এবং উভয়েরই নিয়ন্তা হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু। বলা হয় যে, শুভ কর্ম শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখভাগ এবং অশুভ কর্ম শ্রীবিষ্ণুর পশ্চাদ্ভাগ। সারা জগৎ জুড়ে শুভ ও অশুভ কর্ম রয়েছে, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাদের উভয়েরই নিয়ন্তা।

এই শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

সূর্যসোমাগ্নিবারীশবিধাতৃষু যথাক্রমম্ ।
প্লক্ষাদিদ্বীপসংস্থাসু স্থিতং হরিমুপাসতে ॥

সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে বহু দেশ, ভূমি, পাহাড়-পর্বত এবং সমুদ্র রয়েছে, সর্বত্রই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিভিন্ন নামের দ্বারা পূজিত হন।

শ্রীল বীররাঘব আচার্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটির বিশ্লেষণ এইভাবে করেছেন—সৃষ্টির আদি কারণ অবশ্যই পুরাণ পুরুষ, অতএব তিনি নিশ্চয়ই প্রাকৃত বিকারের অতীত। তিনি সমস্ত শুভ কর্মের ভোক্তা এবং বদ্ধ জীবন ও মুক্তির কারণ। সূর্যদেব একজন অত্যন্ত শক্তিশালী জীব এবং তিনি শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গস্বরূপ। আমরা স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী জীবদের অধীন, এবং তাই আমরা ভগবানের শক্তিশালী প্রতিনিধি-স্বরূপ দেবতাদের উপাসনা করতে পারি। যদিও এই মন্ত্রে সূর্যদেবতার উপাসনা করা হয়েছে, কিন্তু তিনি ভগবানরূপে উপাসিত হননি, তাঁর শক্তিশালী প্রতিনিধিরূপে উপাসিত হয়েছেন।

কঠোপনিষদে (১/৩/১) বলা হয়েছে—

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে ।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥

"হে নচিকেতা, ক্ষুদ্র আত্মারূপে বিষ্ণুর প্রকাশ এবং পরমাত্মা উভয়েই এই দেহের গুহায় অবস্থিত। এই গুহায় প্রবেশ করে জীবাত্মা কর্মের ফল ভোগ করে এবং পরমাত্মা সাক্ষীরূপে তাকে তার কর্মের ফল প্রদান করেন। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা এবং নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক ধর্ম অনুসরণকারী গৃহস্থরা বলেন যে, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য ঠিক সূর্য এবং তার ছায়ার পার্থক্যের মতো।"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/১৬) বলা হয়েছে—

স্ব বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালাকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥

"এই জগতের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি অংশ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। যদিও তিনি এই সৃষ্টির কারণ কিন্তু তাঁর কোন কারণ নেই। তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। তিনি পরমাত্মা, তিনি সমস্ত দিব্য গুণের ঈশ্বর এবং এই জগতের বন্ধন ও মোক্ষের প্রভু।"

তেমনই *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৮) বলা হয়েছে—

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

"সেই পরম ব্রহ্মের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন, তাঁর ভয়ে সূর্য নিয়মিতভাবে উদিত হন ও অস্ত যান এবং তাঁর ভয়ে অগ্নি তাঁর কার্য সম্পাদন করেন। তাঁর ভয়েই মৃত্যু এবং ইন্দ্র তাঁদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেন।"

এই অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে প্লক্ষ দ্বীপ আদি পাঁচটি দ্বীপের অধিবাসীরা যথাক্রমে সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, অগ্নিদেব, বায়ুদেব এবং ব্রহ্মার উপাসনা করেন। যদিও তাঁরা এই পাঁচজন দেবতার উপাসনা করেন, কিন্তু, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবের পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন, যে-কথা এই শ্লোকে *প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপম্* শব্দে প্রতিপন্ন হয়েছে। বিষ্ণু হচ্ছেন *ব্রহ্ম, অমৃত, মৃত্যু*—পরব্রহ্ম এবং শুভ ও অশুভ সবকিছুর উৎস। তিনি সকলের হৃদয়ে, এমনকি দেবতাদের হৃদয়েও অবস্থিত। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০), *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—যাদের মন জড় বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারাই দেব-দেবীদের শরণাগত হয়। যারা কাম বাসনার প্রভাবে অন্ধ, তারাই তাদের জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য দেব-দেবীদের পূজা করে, কিন্তু সেই সমস্ত প্রাকৃত দেব-দেবীরা তাদের বাসনা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ করতে পারেন না। দেবতারা যা কিছু করেন তা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনুমতিক্রমেই করেন। যারা অত্যন্ত কামাসক্ত, তারাই সমস্ত জীবের পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করার পরিবর্তে দেব-দেবীদের পূজা করে, কিন্তু চরমে তারা শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনা করে, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদেরও পরমাত্মা।

শ্লোক ৬

প্লক্ষাদিষু পঞ্চসু পুরুষাণামায়ুরিন্দ্রিয়মোজঃ সহো বলং বুদ্ধির্বিক্রম ইতি চ সর্বেষামৌৎপত্তিকী সিদ্ধিরবিশেষেণ বর্ততে ॥ ৬ ॥

প্লক্ষ-আদিষু—প্লক্ষ আদি দ্বীপে; **পঞ্চসু**—পাঁচ; **পুরুষাণাম্**—অধিবাসীদের; **আয়ুঃ**—দীর্ঘ জীবন; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা; **ওজঃ**—দেহের বল; **সহঃ**—মানসিক শক্তি; **বলম্**—দৈহিক বল; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **বিক্রমঃ**—বিক্রম; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—ও; **সর্বেষাম্**—তাদের সকলের; **ঔৎপত্তিকী**—সহজাত; **সিদ্ধিঃ**—সিদ্ধি; **অবিশেষেণ**—সমানভাবে; **বর্ততে**—বিদ্যমান।

অনুবাদ

হে রাজন্, প্লক্ষ আদি পাঁচটি দ্বীপের অধিবাসীদের আয়ু, ইন্দ্রিয়ের বল, দৈহিক ও মানসিক শক্তি, বুদ্ধি এবং বিক্রম সকলেরই সমান।

শ্লোক ৭

প্লক্ষঃ স্বসমানেনেক্ষুরসোদেনাবৃতো যথা তথা দ্বীপোঽপি শাল্মলো দ্বিগুণবিশালঃ সমানেন সুরোদেনাবৃতঃ পরিবৃঙ্‌ক্তে ॥ ৭ ॥

প্লক্ষঃ—প্লক্ষদ্বীপ; **স্ব-সমানেন**—সমান বিস্তার; **ইক্ষু-রস**—ইক্ষুরস; **উদেন**—সমুদ্রের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যথা**—ঠিক যেমন; **তথা**—তেমনই; **দ্বীপঃ**—অন্য একটি দ্বীপ; **অপি**—ও; **শাল্মলঃ**—শাল্মল নামক; **দ্বিগুণ-বিশালঃ**—দ্বিগুণ; **সমানেন**—বিস্তারে সমান; **সুরা-উদেন**—সুরা-সমুদ্রের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **পরিবৃঙ্‌ক্তে**—বিদ্যমান রয়েছে।

অনুবাদ

প্লক্ষদ্বীপ নিজের সমান বিস্তৃত ইক্ষুরস-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তেমনই প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ (৪,০০,০০০ যোজন বা ৩২,০০,০০০ মাইল) শাল্মলীদ্বীপ সমান বিস্তার সমন্বিত সুরাসাগর দ্বারা পরিবৃত।

শ্লোক ৮

যত্র হ বৈ শাল্মলী প্লক্ষায়ামা যস্যাং বাব কিল নিলয়মাহুর্ভগবতশ্ছন্দঃ-স্তুতঃ পতত্রিরাজস্য সা দ্বীপহূতয়ে উপলক্ষ্যতে ॥ ৮ ॥

যত্র—যেখানে; **হ বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **শাল্মলী**—একটি শাল্মলী বৃক্ষ; **প্লক্ষায়ামা**—প্লক্ষ বৃক্ষটির মতো বড় (এক শত যোজন বিস্তৃত এবং একাদশ শত যোজন উন্নত); **যস্যাম্**—যাতে; **বাব কিল**—বস্তুতপক্ষে; **নিলয়ম্**—নিবাসস্থান; **আহুঃ**—বলা হয়; **ভগবতঃ**—পরম শক্তিমানের; **ছন্দঃ-স্তুতঃ**—যিনি বৈদিক স্তুতির দ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন; **পতত্রি-রাজস্য**—শ্রীবিষ্ণুর বাহন পক্ষীরাজ গরুড়ের; **সা**—সেই বৃক্ষটি; **দ্বীপ-হূতয়ে**—সেই দ্বীপটির নাম; **উপলক্ষ্যতে**—লক্ষিত।

অনুবাদ

শাল্মলীদ্বীপে একটি শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই বৃক্ষটি প্লক্ষ বৃক্ষটির মতনই ১০০ যোজন (৮০০ মাইল) বিস্তৃত এবং ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল) উন্নত। পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেই বিশাল বৃক্ষটিতে পক্ষীরাজ গরুড় বাস করেন। সেখানে তিনি বেদমন্ত্রের দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর স্তব করেন।

শ্লোক ৯

তদ্দ্বীপাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজো যজ্ঞবাহুঃ স্বসুতেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তন্নামানি সপ্তবর্ষাণি ব্যভজৎ সুরোচনং সৌমনস্যং রমণকং দেববর্ষং পারিভদ্রমাপ্যায়নমবিজ্ঞাতমিতি ॥ ৯ ॥

তৎ-দ্বীপ-অধিপতিঃ—সেই দ্বীপের অধিপতি; **প্রিয়ব্রত-আত্মজঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **যজ্ঞ-বাহুঃ**—যজ্ঞবাহু নামক; **স্ব-সুতেভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের; **সপ্তভ্যঃ**—সপ্ত; **তন্নামানি**—তাঁদের নাম অনুসারে; **সপ্ত-বর্ষাণি**—সাতটি বর্ষের; **ব্যভজৎ**—বিভক্ত; **সুরোচনম্**—সুরোচন; **সৌমনস্যম্**—সৌমনস্য; **রমণকম্**—রমণক; **দেব-বর্ষম্**—দেববর্ষ; **পারিভদ্রম্**—পারিভদ্র; **আপ্যায়নম্**—আপ্যায়ন; **অবিজ্ঞাতম্**—অবিজ্ঞাত; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু শাল্মলী-দ্বীপের অধিপতি। তিনি সেই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে ভাগ করে তাঁর সাত পুত্রকে প্রদান করেছেন। তাঁর সাত পুত্রের নাম অনুসারে সেই বর্ষগুলির নাম—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্ষ, পরিভদ্র, আপ্যায়ন এবং অবিজ্ঞাত।

শ্লোক ১০

তেষু বর্ষাদ্রয়ো নদ্যশ্চ সপ্তৈবাভিজ্ঞাতাঃ স্বরসঃ শতশৃঙ্গো বামদেবঃ কুন্দো মুকুন্দঃ পুষ্পবর্ষঃ সহস্রশ্রুতিরিতি। অনুমতিঃ সিনীবালী সরস্বতী কুহূ রজনী নন্দা রাকেতি ॥ ১০ ॥

তেষু—সেই বর্ষের; **বর্ষ-অদ্রয়ঃ**—পর্বত; **নদ্যঃ চ**—এবং নদী; **সপ্ত এব**—সাতটি; **অভিজ্ঞাতাঃ**—জ্ঞাত; **স্বরসঃ**—স্বরস; **শত-শৃঙ্গঃ**—শতশৃঙ্গ; **বাম-দেবঃ**—বামদেব; **কুন্দঃ**—কুন্দ; **মুকুন্দঃ**—মুকুন্দ; **পুষ্প-বর্ষঃ**—পুষ্পবর্ষ; **সহস্র-শ্রুতিঃ**—সহস্রশ্রুতি; **ইতি**—এই প্রকার; **অনুমতিঃ**—অনুমতি; **সিনীবালী**—সিনীবালী; **সরস্বতী**—সরস্বতী; **কুহূ**—কুহূ, **রজনী**—রজনী; **নন্দা**—নন্দা; **রাকা**—রাকা; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

সেই বর্ষে স্বরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, মুকুন্দ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রশ্রুতি নামক সাতটি পর্বত রয়েছে। সেখানে অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা এবং রাকা নামক সাতটি নদীও রয়েছে। সেগুলি এখনও বর্তমান।

শ্লোক ১১

তদ্বর্ষপুরুষাঃ শ্রুতিধরবীর্যধরবসুন্ধরেষন্ধরসংজ্ঞা ভগবন্তং বেদময়ং সোমমাত্মানং বেদেন যজন্তে ॥ ১১ ॥

তৎ-বর্ষ-পুরুষাঃ—সেই বর্ষের অধিবাসীরা; **শ্রুতিধর**—শ্রুতিধর; **বীর্যধর**—বীর্যধর; **বসুন্ধর**—বসুন্ধর; **ইষন্ধর**—ইষন্ধর; **সংজ্ঞাঃ**—নামে বিখ্যাত; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **বেদ-ময়ম্**—বৈদিক জ্ঞানে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ; **সোমম্ আত্মানম্**—সোম নামক জীবরূপে প্রকাশিত; **বেদেন**—বৈদিক বিধি অনুসারে; **যজন্তে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

শ্রুতিধর, বীর্যধর, বসুন্ধর এবং ইষন্ধর নামে বিখ্যাত এই বর্ষব্যাপী পুরুষেরা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে ভগবানের প্রকাশ সোম নামক চন্দ্রদেবকে উপাসনা করেন।

শ্লোক ১২

স্বগোভিঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ ।
প্রজানাং সর্বাসাং রাজান্ধঃ সোমো ন আস্ত্বিতি ॥ ১২ ॥

স্ব-গোভিঃ—তাঁর কিরণের দ্বারা; **পিতৃ-দেবেভ্যঃ**—পিতা এবং দেবতাদের; **বিভজন্**—বিভাগ করে; **কৃষ্ণ-শুক্লয়োঃ**—কৃষ্ণ এবং শুক্ল দুই পক্ষে; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **সর্বাসাম্**—সকলের; **রাজা**—রাজা; **অন্ধঃ**—অন্ন; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **আস্তু**—প্রসন্ন হন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

(শাল্মলী-দ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত স্তবের দ্বারা চন্দ্রদেবের আরাধনা করেন—) পিতৃদের এবং দেবতাদের অন্ন প্রদান করার উদ্দেশ্যে চন্দ্রদেব তাঁর কিরণের দ্বারা শুক্ল ও কৃষ্ণ নামক দুটি পক্ষে মাসকে বিভক্ত করেছেন। চন্দ্রদেব কালের বিভাগ কর্তা, এবং তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের রাজা। তাই আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অধিপতি এবং পথপ্রদর্শক রূপে থাকেন। আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ১৩

এবং সুরোদাদ্বহিস্তদ্দ্বিগুণঃ সমানেনাবৃতো ঘৃতোদেন যথাপূর্বঃ কুশদ্বীপো যস্মিন্ কুশস্তম্বো দেবকৃতস্তদ্দ্বীপাখ্যাকরো জ্বলন ইবাপরঃ স্বশষ্পরোচিষা দিশো বিরাজয়তি ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **সুরোদাৎ**—সুরাসমুদ্র থেকে; **বহিঃ**—বাইরে; **তৎ-দ্বিগুণঃ**—তার দ্বিগুণ; **সমানেন**—সমান বিস্তার; **আবৃতঃ**—পরিবৃত; **ঘৃত-উদেন**—ঘৃত-সমুদ্র; **যথা-পূর্বঃ**—শাল্মলীদ্বীপের মতো; **কুশ-দ্বীপ**—কুশদ্বীপ; **যস্মিন্**—যাতে; **কুশ-স্তম্বঃ**—কুশ ঘাস; **দেব-কৃতঃ**—ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সৃষ্ট; **তৎ-দ্বীপ-আখ্যা-করঃ**—সেই দ্বীপের নামকরণ হয়েছে; **জ্বলনঃ**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **অপরঃ**—অন্য; **স্ব-শষ্প-রোচিষা**—সেই নবীন ঘাসের জ্যোতির দ্বারা; **দিশঃ**—সর্বদিক; **বিরাজয়তি**—উদ্ভাসিত হয়েছে।

অনুবাদ

সুরা-সমুদ্রের বহির্ভাগে কুশদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে যা ৮,০০, ০০০ যোজন (৬৪,০০,০০০ মাইল) বিস্তৃত, অর্থাৎ সুরা-সমুদ্রের দ্বিগুণ বিস্তৃত। শাল্মলী দ্বীপ যেমন সুরা-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, কুশদ্বীপ তেমন ঘৃত-সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। এই সমুদ্রের বিস্তারও কুশদ্বীপেরই সমান। কুশদ্বীপে একটি কুশস্তম্ভ আছে, এবং তার থেকেই এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই কুশস্তম্ভ ভগবানের ইচ্ছায় দেবতাদের দ্বারা নির্মিত এবং তা দ্বিতীয় অগ্নির স্বরূপ। তার কোমল এবং স্নিগ্ধ শিখার দ্বারা সর্বদিক উদ্ভাসিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে আমরা চন্দ্রলোকের শিখার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি। সূর্যের মতো চন্দ্রলোকও অবশ্যই অগ্নিশিখায় পূর্ণ, কারণ শিখা ব্যতীত কিরণ হতে পারে না। কিন্তু চন্দ্রলোকের শিখা সূর্যলোকের শিখার মতো নয়, তা কোমল এবং স্নিগ্ধ। সেটিই আমাদের বিশ্বাস। আধুনিক মত হচ্ছে যে, চন্দ্রলোক ধূলায় পূর্ণ, কিন্তু তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* স্বীকার করা হয়নি। এই শ্লোকটি সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সুশষ্পাণি সুকোমল শিখাস্তেষাং রোচিষা*—কুশঘাস সর্বদিক উদ্ভাসিত করে, কিন্তু তার শিখা অত্যন্ত কোমল এবং স্নিগ্ধ। তা থেকে চন্দ্রের শিখা সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

শ্লোক ১৪

তদ্দ্বীপপতিঃ প্রৈয়ব্রতো রাজন্ হিরণ্যরেতা নাম স্বং দ্বীপং সপ্তভ্যঃ স্বপুত্রেভ্যো যথাভাগং বিভজ্য স্বয়ং তপ আতিষ্ঠত বসুবসুদানদৃঢ়রুচিনাভিগুপ্তস্তুত্যব্রতবিবিক্তবামদেবনামভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ-দ্বীপ-পতিঃ—সেই দ্বীপের অধিপতি; **প্রৈয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **রাজন্**—হে রাজন্; **হিরণ্যরেতা**—হিরণ্যরেতা; **নাম**—নামক; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **দ্বীপম্**—দ্বীপ; **সপ্তভ্যঃ**—সাতজনকে; **স্ব-পুত্রেভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের; **যথা-ভাগম্**—বিভাগ অনুসারে; **বিভজ্য**—বিভাগ করে; **স্বয়ম্**—তিনি নিজে; **তপঃ আতিষ্ঠত**—তপস্যায় রত হয়েছেন; **বসু**—বসু; **বসুদান**—বসুদান; **দৃঢ়রুচি**—দৃঢ়রুচি; **নাভিগুপ্ত**—নাভিগুপ্ত; **স্তুত্যব্রত**—স্তুত্যব্রত; **বিবিক্ত**—বিবিক্ত; **বামদেব**—বামদেব; **নামভ্যঃ**—নামক।

অনুবাদ

হে রাজন্, মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র হিরণ্যরেতা এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভাগ করে তাঁর সাত পুত্রদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করেন এবং তারপর স্বয়ং তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। হিরণ্যরেতার সাতটি পুত্রের নাম—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, স্তুত্যব্রত, বিবিক্ত এবং বামদেব।

শ্লোক ১৫

তেষাং বর্ষেষু সীমাগিরয়ো নদ্যশ্চাভিজ্ঞাতাঃ সপ্ত সপ্তৈব চক্রুশ্চতুঃশৃঙ্গঃ কপিলশ্চিত্রকূটো দেবানীক ঊর্ধ্বরোমা দ্রবিণ ইতি রসকুল্যা মধুকুল্যা মিত্রবিন্দা শ্রুতবিন্দা দেবগর্ভা ঘৃতচ্যুতা মন্ত্রমালেতি ॥ ১৫ ॥

তেষাম্—সেই পুত্রদের; **বর্ষেষু**—বর্ষে; **সীমা-গিরয়ঃ**—সীমা নির্ধারণকারী পর্বত; **নদ্যঃ চ**—এবং নদী; **অভিজ্ঞাতাঃ**—জ্ঞাত; **সপ্ত**—সাত; **সপ্ত**—সাত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চক্রুঃ**—চক্র; **চতুঃশৃঙ্গঃ**—চতুঃশৃঙ্গ; **কপিলঃ**—কপিল; **চিত্রকূটঃ**—চিত্রকূট; **দেবানীকঃ**—দেবানীক; **ঊর্ধ্বরোমা**—ঊর্ধ্বরোমা; **দ্রবিণঃ**—দ্রবিণ; **ইতি**—এইভাবে; **রমকুল্যা**—রমকুল্যা; **মধুকুল্যা**—মধুকুল্যা; **মিত্রবিন্দা**—মিত্রবিন্দা; **শ্রুতবিন্দা**—শ্রুতবিন্দা; **দেবগর্ভা**—দেবগর্ভা; **ঘৃতচ্যুতা**—ঘৃতচ্যুতা; **মন্ত্রমালা**—মন্ত্রমালা; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

সেই সাতটি বর্ষে চক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, ঊর্ধ্বরোমা এবং দ্রবিণ নামক সাতটি সীমা নির্ধারক পর্বত রয়েছে। সেখানে রমকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা এবং মন্ত্রমালা নামক সাতটি নদীও রয়েছে।

শ্লোক ১৬

যাসাং পয়োভিঃ কুশদ্বীপৌকসঃ কুশলকোবিদাভিযুক্তকুলকসংজ্ঞা ভগবন্তং জাতবেদসরূপিণং কর্মকৌশলেন যজন্তে ॥ ১৬ ॥

যাসাম্—যাদের; **পয়োভিঃ**—জলের দ্বারা; **কুশ-দ্বীপ-ওকসঃ**—কুশদ্বীপবাসীরা; **কুশল**—কুশল; **কোবিদ**—কোবিদ; **অভিযুক্ত**—অভিযুক্ত; **কুলক**—কুলক; **সংজ্ঞাঃ**—নামক; **ভগবন্তম্**—ভগবানকে; **জাত-বেদ**—অগ্নিদেব; **সরূপিণম্**—স্বরূপ প্রকাশ করে; **কর্ম-কৌশলেন**—কর্ম অনুষ্ঠানের দক্ষতার দ্বারা; **যজন্তে**—আরাধনা করেন।

অনুবাদ

কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত এবং কুলক নামে বিখ্যাত কুশদ্বীপবাসীরা সেই সমস্ত নদীর জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করতে অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁরা এইভাবে অগ্নিদেব রূপে ভগবানের উপাসনা করেন।

শ্লোক ১৭

পরস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাজ্জাতবেদোঽসি হব্যবাট্ ।
দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজেতি ॥ ১৭ ॥

পরস্য—পরম; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মের; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **জাত-বেদঃ**—হে অগ্নিদেব; **অসি**—আপনি হন; **হব্যবাট্**—অন্ন এবং ঘৃতের আহুতির বাহক; **দেবানাম্**—সমস্ত দেবতাদের; **পুরুষ-অঙ্গানাম্**—যাঁরা পরম পুরুষ ভগবানের অঙ্গ; **যজ্ঞেন**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **পুরুষম্**—ভগবানকে; **যজ**—দয়া করে আহুতি বহন করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

(কুশদ্বীপবাসীরা এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিদেবের উপাসনা করেন—) হে অগ্নিদেব, আপনি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরির অঙ্গ, এবং আপনি যজ্ঞের সমস্ত হবি তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে যান। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি, এই যজ্ঞের সমস্ত আহুতি যা আমরা দেবতাদের মাধ্যমে যজ্ঞের পরম ভোক্তা ভগবানকে নিবেদন করছি, দয়া করে তা আপনি ভগবানের কাছে বহন করে নিয়ে যান।

তাৎপর্য

দেবতারা ভগবানের সেবক। তাই কেউ যদি দেবতাদের পূজা করেন, তা হলে দেবতারা ভগবানের সেবকরূপে সমস্ত নৈবেদ্য ভগবানের কাছে নিয়ে যান, ঠিক যেমন করসংগ্রাহক প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে তা সরকারের কোষাগারে নিয়ে যান। দেবতারা যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করতে পারেন না; তাঁরা কেবল তা ভগবানের কাছে বহন করে নিয়ে যান। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই সম্বন্ধে বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*—যেহেতু শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি, তাই তাঁকে যা নিবেদন করা হয় তা তিনি ভগবানের কাছে নিয়ে যান। তেমনই, ভগবানের বিশ্বস্ত সেবকরূপে সমস্ত দেবতারা তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সমস্ত যজ্ঞের আহুতি ভগবানকে প্রদান করেন। এই তত্ত্ব জেনে দেবতাদের পূজা করলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু দেবতাদের যদি ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা হয় এবং ভগবানের সমান বলে মনে করা হয়, তা হলে তাদের বলা হয় *হৃতজ্ঞানা,* অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি অপহৃত হয়ে গেছে। যে মনে করে দেবতারা নিজেরাই বর প্রদান করেন, তা হলে তার সেই ধারণাটি ভুল।

শ্লোক ১৮

তথা ঘৃতোদাদ্বহিঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো দ্বিগুণঃ সমানেন ক্ষীরোদেন পরিত উপক্লুপ্তো বৃতো যথা কুশদ্বীপো ঘৃতোদেন যস্মিন্ ক্রৌঞ্চোনাম পর্বতরাজো দ্বীপনামনির্বর্তক আস্তে ॥ ১৮ ॥

তথা—তেমনই; **ঘৃত-উদাৎ**—ঘৃত-সমুদ্রের; **বহিঃ**—বাইরে; **ক্রৌঞ্চ-দ্বীপঃ**—ক্রৌঞ্চ নামক আর একটি দ্বীপ; **দ্বিগুণঃ**—দ্বিগুণ; **সমানেন**—সমান মাপের; **ক্ষীর-উদেন**—ক্ষীর-সমুদ্রের দ্বারা; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **উপক্লুপ্তঃ**—পরিবেষ্টিত; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত;

যথা—যেমন; **কুশ-দ্বীপঃ**—কুশদ্বীপ; **ঘৃত-উদেন**—ঘৃত-সমুদ্রের দ্বারা; **যস্মিন্**—যাতে; **ক্রৌঞ্চঃ নাম**—ক্রৌঞ্চ নামক; **পর্বত-রাজঃ**—গিরিরাজ; **দ্বীপ-নাম**—দ্বীপটির নাম; **নির্বর্তকঃ**—হয়ে; **আস্তে**—বিদ্যমান।

অনুবাদ

ঘৃত-সাগরের বাইরে ক্রৌঞ্চ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছ, যার বিস্তার ১৬,০০,০০০ যোজন (১,২৮,০০,০০০ মাইল), অর্থাৎ ঘৃত-সমুদ্রের বিস্তারের দ্বিগুণ। কুশদ্বীপ যেমন ঘৃত-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত, ক্রৌঞ্চদ্বীপ তার সমান বিস্তার সমন্বিত ক্ষীর-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক একটি বিশাল পর্বত রয়েছে, যা থেকে এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে।

শ্লোক ১৯

যোঽসৌ গুহপ্রহরণোন্মথিতনিতম্বকুঞ্জোঽপি ক্ষীরোদেনাসিচ্যমানো ভগবতা বরুণেনাভিগুপ্তো বিভয়ো বভূব ॥ ১৯ ॥

যঃ—যা; **অসৌ**—এই (পর্বত); **গুহ-প্রহরণ**—শিবের পুত্র কার্তিকের অস্ত্রের দ্বারা; **উন্মথিত**—বিধ্বস্ত; **নিতম্ব-কুঞ্জঃ**—তৎপ্রদেশের কুঞ্জসমূহ; **অপি**—যদিও; **ক্ষীর-উদেন**—ক্ষীর-সমুদ্রের দ্বারা; **আসিচ্যমানঃ**—সিঞ্চিত হয়ে; **ভগবতা**—পরম শক্তিমান; **বরুণেন**—বরুণের দ্বারা; **অভিগুপ্তঃ**—সুরক্ষিত; **বিভয়ঃ বভূব**—নির্ভয় হয়েছে।

অনুবাদ

যদিও ক্রৌঞ্চ পর্বতের তটপ্রদেশের কুঞ্জগুলি কার্তিকের অস্ত্রের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল, তবুও সেই পর্বত চতুর্দিকস্থ ক্ষীর-সমুদ্রের জলে অভিসিঞ্চিত হয়ে এবং বরুণদেব কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে ভয়শূন্য হয়েছে।

শ্লোক ২০

তস্মিন্নপি প্রৈয়ব্রতো ঘৃতপৃষ্ঠো নামাধিপতিঃ স্বে দ্বীপে বর্ষাণি সপ্ত বিভজ্য তেষু পুত্রনামসু সপ্ত ঋক্থাদান্ বর্ষপান্নিবেশ্য স্বয়ং ভগবান্ ভগবতঃ পরমকল্যাণযশস আত্মভূতস্য হরেশ্চরণারবিন্দমুপজগাম ॥২০॥

তস্মিন্—সেই দ্বীপে; **অপি**—ও; **প্রৈয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **ঘৃত-পৃষ্ঠঃ**—ঘৃতপৃষ্ঠ; **নাম**—নামক; **অধিপতিঃ**—সেই দ্বীপের রাজা; **স্বে**—তাঁর নিজের; **দ্বীপে**—দ্বীপে; **বর্ষাণি**—বর্ষ; **সপ্ত**—সাত; **বিভজ্য**—বিভাগ করে; **তেষু**—তাদের প্রতিটিতে; **পুত্রনামসু**—তাঁর পুত্রদের নাম সমন্বিত; **সপ্ত**—সাত; **ঋক্‌থাদান্**—পুত্রগণ; **বর্ষপান্**—বর্ষপতিগণ; **নিবেশ্য**—নিযুক্ত করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **পরম-কল্যাণ-যশসঃ**—যাঁর মহিমা পরম কল্যাণজনক; **আত্ম-ভূতস্য**—সমস্ত জীবের আত্মা; **হরেঃ-চরণারবিন্দম্**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **উপজগাম**—শরণ গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

এই দ্বীপের অধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠ নামক মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র, যিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবান। এই ঘৃতপৃষ্ঠ তাঁর সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষ বিভাগ করে প্রত্যেক পুত্রকে এক-একটি বর্ষের আধিপত্যে নিযুক্ত করেছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে সমস্ত আত্মার আত্মা, সমস্ত কল্যাণকর গুণ সমন্বিত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২১

আমো মধুরুহো মেঘপৃষ্ঠঃ সুধামা ভ্রাজিষ্ঠো লোহিতার্ণো বনস্পতিরিতি ঘৃতপৃষ্ঠসুতাস্তেষাং বর্ষগিরয়ঃ সপ্ত সপ্তৈব নদ্যশ্চাভিখ্যাতাঃ শুক্লো বর্ধমানো ভোজন উপবর্হিণো নন্দো নন্দনঃ সর্বতোভদ্র ইতি অভয়া অমৃতৌঘা আর্যকা তীর্থবতী রূপবতী পবিত্রবতী শুক্লেতি ॥ ২১ ॥

আমঃ—আম; **মধুরুহঃ**—মধুরুহ; **মেঘপৃষ্ঠঃ**—মেঘপৃষ্ঠ; **সুধামা**—সুধামা; **ভ্রাজিষ্ঠঃ**—ভ্রাজিষ্ঠ; **লোহিতার্ণঃ**—লোহিতার্ণ; **বনস্পতিঃ**—বনস্পতি; **ইতি**—এই প্রকার; **ঘৃতপৃষ্ঠ-সুতাঃ**—ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্র; **তেষাম্**—তাঁর পুত্রদের; **বর্ষ-গিরয়ঃ**—বর্ষের সীমা নির্ধারণকারী পর্বত; **সপ্ত**—সাত; **সপ্ত**—সাত; **এব**—ও; **নদ্যঃ**—নদী; **চ**—এবং; **অভিখ্যাতাঃ**—বিখ্যাত; **শুক্লঃ বর্ধমানঃ**—শুক্ল এবং বর্ধমান; **ভোজনঃ**—ভোজন; **উপবর্হিণঃ**—উপবর্হিণ; **নন্দঃ**—নন্দ; **নন্দনঃ**—নন্দন; **সর্বতঃ-ভদ্রঃ**—সর্বতোভদ্র; **ইতি**—এই প্রকার; **অভয়া**—অভয়া; **অমৃতৌঘা**—অমৃতৌঘা; **আর্যকা**—আর্যকা; **তীর্থবতী**—তীর্থবতী; **রূপবতী**—রূপবতী; **পবিত্রবতী**—পবিত্রবতী; **শুক্লা**—শুক্লা; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

মহারাজ ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্রদের নাম ছিল আম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ এবং বনস্পতি। সেই দ্বীপে সাতটি বর্ষের সীমা নির্ধারণকারী সাতটি পর্বত রয়েছে এবং সাতটি নদীও রয়েছে। সেই পর্বতগুলির নাম শুক্ল, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্হিণ, নন্দ, নন্দন এবং সর্বতোভদ্র। সেই নদীগুলির নাম অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী এবং শুক্লা।

শ্লোক ২২

যাসামম্ভঃ পবিত্রমমলমুপযুঞ্জানাঃ পুরুষঋষভদ্রবিণদেবকসংজ্ঞা বর্ষপুরুষা আপোময়ং দেবমপাং পূর্ণেনাঞ্জলিনা যজন্তে ॥ ২২ ॥

যাসাম্—সেই সমস্ত নদীর; **অম্ভঃ**—জল; **পবিত্রম্**—অত্যন্ত পবিত্র; **অমলম্**—অত্যন্ত নির্মল; **উপযুঞ্জানাঃ**—ব্যবহার করে; **পুরুষ**—পুরুষ; **ঋষভ**—ঋষভ; **দ্রবিণ**—দ্রবিণ; **দেবক**—দেবক; **সংজ্ঞাঃ**—নামক; **বর্ষ-পুরুষাঃ**—সেই বর্ষবাসীগণ; **আপঃ-ময়ম্**—জলের দেবতা বরুণ; **দেবম্**—আরাধ্য দেবতারূপে; **অপাম্**—জলের; **পূর্ণেন**—পূর্ণ; **অঞ্জলিনা**—অঞ্জলির দ্বারা; **যজন্তে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীরা পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ এবং দেবক—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত। তাঁরা সেই পবিত্র নদীর জল সেবা করে থাকেন। তাঁরা জলে অঞ্জলিপূর্ণ করে ভগবানের জলময় মূর্তি বরুণের উপাসনা করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *আপোময়ঃ অম্ময়ম্*—ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিভিন্ন বর্ণের পুরুষেরা অঞ্জলি ভরে নদীর জল নিয়ে প্রস্তর বা লৌহ নির্মিত বিগ্রহকে অর্পণ করেন।

শ্লোক ২৩

আপঃ পুরুষবীর্যাঃ স্থ পুনন্তীর্ভূর্ভুবঃসুবঃ ।
তা নঃ পুনীতামীবঘ্নীঃ স্পৃশতামাত্মনা ভুব ইতি ॥ ২৩ ॥

আপঃ—হে জল; **পুরুষবীর্যাঃ**—ভগবানের শক্তি সমন্বিত; **স্থ**—আপনি হন; **পুনন্তীঃ**—পবিত্র করে; **ভূঃ**—ভূর্লোক; **ভুবঃ**—ভুবর্লোক; **সুবঃ**—স্বর্গলোক; **তাঃ**—সেই জল; **নঃ**—আমাদের; **পুনীত**—পবিত্র করে; **অমীব-ঘ্নীঃ**—পাপ নাশক; **স্পৃশতাম্**—যারা স্পর্শ করে তাদের; **আত্মনা**—আপনার স্বরূপের দ্বারা; **ভুবঃ**—দেহ; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

(ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীরা এই মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করেন—) হে নদীর জল, আপনি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই আপনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক পবিত্র করেন। আপনার স্বরূপের দ্বারা আপনি পাপ নাশ করেন, এবং তাই আমরা আপনাকে স্পর্শ করছি। দয়া করে আপনি আমাদের পবিত্র করতে থাকুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আটটি উপাদান দিয়ে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি রচিত হয়েছে।"

ভগবানের শক্তি সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে কার্য করে, ঠিক যেমন সূর্যের শক্তি তাপ এবং আলোক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কার্য করে সবকিছুকে সক্রিয় করছে। শাস্ত্রে যে বিশেষ নদীগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিও ভগবানের শক্তি, এবং যাঁরা নিয়মিতভাবে সেই সমস্ত নদীতে স্নান করেন, তাঁরা পবিত্র হন। প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে, বহু মানুষ কেবল গঙ্গায় স্নান করে রোগমুক্ত হয়েছে। তেমনই, ক্রৌঞ্চদ্বীপ-বাসীরা সেখানকার নদীগুলিতে স্নান করে নিজেদের পবিত্র করেন।

শ্লোক ২৪

এবং পুরস্তাৎ ক্ষীরোদাৎ পরিত উপবেশিতঃ শাকদ্বীপো দ্বাত্রিংশল্লক্ষযোজনায়ামঃ সমানেন চ দধিমণ্ডোদেন পরীতোঃ যস্মিন্ শাকো নাম মহীরুহঃ স্বক্ষেত্রব্যপদেশকো যস্য হ মহাসুরভিগন্ধস্তং দ্বীপমনুবাসয়তি ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **পরস্তাৎ**—পরে; **ক্ষীর-উদাৎ**—ক্ষীর-সমুদ্রের; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **উপবেশিতঃ**—অবস্থিত; **শাকদ্বীপঃ**—শাক নামক আর একটি দ্বীপ; **দ্বা-ত্রিংশৎ**—বত্রিশ; **লক্ষ**—১,০০,০০০; **যোজন**—যোজন; **আয়ামঃ**—বিস্তৃত; **সমানেন**—সমান দীর্ঘ; **চ**—এবং; **দধি-মণ্ড-উদেন**—দধিসদৃশ জলের দ্বারা; **পরীতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যস্মিন্**—যেই স্থানে; **শাকঃ**—শাক; **নাম**—নামক; **মহীরুহঃ**—একটি বিশাল বৃক্ষ; **স্ব-ক্ষেত্র-ব্যপদেশকঃ**—সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে; **যস্য**—যার থেকে; **হ**—প্রকৃতপক্ষে; **মহা-সুরভি**—মহান সৌরভ; **গন্ধঃ**—সুগন্ধ; **তম্ দ্বীপম্**—সেই দ্বীপ; **অনুবাসয়তি**—সুবাসিত করে।

অনুবাদ

ক্ষীর-সমুদ্রের পরে ৩২,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (২,৫৬,০০,০০০ মাইল) শাকদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপ যেমন ক্ষীর-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, শাকদ্বীপও তেমনই সেই দ্বীপের সমান বিস্তার সমন্বিত দধি-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। শাকদ্বীপে একটি বিশাল শাকবৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই বৃক্ষটির সৌরভে সমগ্র দিক সুরভিত থাকে।

শ্লোক ২৫

তস্যাপি প্রৈয়ব্রত এবাধিপতির্নাম্না মেধাতিথিঃ সোঽপি বিভজ্য সপ্ত বর্ষাণি পুত্রনামানি তেষু স্বাত্মজান্ পুরোজবমনোজবপবমানধূম্রানীক-চিত্ররেফবহুরূপবিশ্বধারসংজ্ঞান্নিধাপ্যাধিপতীন্ স্বয়ং ভগবত্যনন্ত আবেশিতমতিস্তপোবনং প্রবিবেশ ॥ ২৫ ॥

তস্য অপি—সেই দ্বীপেরও; **প্রৈয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অধিপতিঃ**—অধিপতি; **নাম্না**—নামক; **মেধা-তিথিঃ**—মেধাতিথি; **সঃ অপি**—তিনিও; **বিভজ্য**—বিভাগ করে; **সপ্ত বর্ষাণি**—সেই দ্বীপের সাতটি বর্ষকে; **পুত্র-নামানি**—তাঁর পুত্রদের নাম অনুসারে; **তেষু**—তাতে; **স্ব-আত্মজান্**—তাঁর পুত্রেরা; **পুরোজব**—পুরোজব; **মনোজব**—মনোজব; **পবমান**—পবমান; **ধূম্রানীক**—ধূম্রানীক; **চিত্ররেফ**—চিত্ররেফ; **বহুরূপ**—বহুরূপ; **বিশ্বধার**—বিশ্বধার; **সংজ্ঞান্**—নামক; **নিধাপ্য**—প্রতিষ্ঠিত করে; **অধিপতীন্**—অধিপতি; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভগবতি**—ভগবান; **অনন্তে**—অনন্তে; **আবেশিত-মতিঃ**—যাঁর মন সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছে; **তপঃ-বনম্**—তপোবনে; **প্রবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

এই দ্বীপের অধিপতিও প্রিয়ব্রতের এক পুত্র মেধাতিথি। তিনিও তাঁর দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের নাম অনুসারে তাদের নামকরণ করেছিলেন, এবং তাঁর পুত্রদের তিনি সেই সমস্ত বর্ষের অধিপতি করেছিলেন। তাঁর সাত পুত্রের নাম—পুরোজব, মনোজব, পবমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ এবং বিশ্বধার। দ্বীপটিকে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের সেখানকার অধিপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পর মেধাতিথি অবসর গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর মনকে সর্বতোভাবে ভগবান অনন্তের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন করার উদ্দেশ্যে তপোবনে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

এতেষাং বর্ষমর্যাদাগিরয়ো নদ্যশ্চ সপ্ত সপ্তৈব ঈশান উরুশৃঙ্গো বলভদ্রঃ শতকেসরঃ সহস্রস্রোতো দেবপালো মহানস ইতি অনঘায়ুর্দা উভয়স্পৃষ্টিরপরাজিতা পঞ্চপদী সহস্রশ্রুতির্নিজধৃতিরিতি ॥ ২৬ ॥

এতেষাম্—এই সমস্ত বর্ষের; **বর্ষ-মর্যাদা**—সীমারেখা রূপে; **গিরয়ঃ**—পর্বত; **নদ্যঃ চ**—এবং নদী; **সপ্ত**—সাত; **সপ্ত**—সাত; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **ঈশানঃ**—ঈশান; **উরুশৃঙ্গঃ**—উরুশৃঙ্গ; **বলভদ্রঃ**—বলভদ্র; **শতকেসরঃ**—শতকেসর; **সহস্রস্রোতঃ**—সহস্রস্রোত; **দেবপালঃ**—দেবপাল; **মহানসঃ**—মহানস; **ইতি**—এইভাবে; **অনঘা**—অনঘা; **আয়ুর্দা**—আয়ুর্দা; **উভয়স্পৃষ্টিঃ**—উভয়স্পৃষ্টি; **অপরাজিতা**—অপরাজিতা; **পঞ্চপদী**—পঞ্চপদী; **সহস্রশ্রুতিঃ**—সহস্রশ্রুতি; **নিজধৃতিঃ**—নিজধৃতি; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

এই বর্ষগুলিতেও সাতটি সীমা নির্ধারণকারী পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। সেই পর্বতগুলি হচ্ছে ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেসর, সহস্রস্রোত, দেবপাল এবং মহানস। নদীগুলি হচ্ছে অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রশ্রুতি এবং নিজধৃতি।

শ্লোক ২৭

তদ্বর্ষপুরুষা ঋতব্রতসত্যব্রতদানব্রতানুব্রতনামানো ভগবন্তং বায্বাত্মকং প্রাণায়ামবিধূতরজস্তমসঃ পরমসমাধিনা যজন্তে ॥ ২৭ ॥

তৎ-বর্ষ-পুরুষাঃ—সেই বর্ষবাসীগণ; **ঋত-ব্রত**—ঋতব্রত; **সত্যব্রত**—সত্যব্রত; **দান-ব্রত**—দানব্রত; **অনুব্রত**—অনুব্রত; **নামানঃ**—এই চারটি নাম সমন্বিত; **ভগবন্তম্**—ভগবানকে; **বায়ু-আত্মকম্**—বায়ুদেব রূপে; **প্রাণায়াম**—প্রাণায়ামের দ্বারা; **বিধূত**—বিধৌত; **রজঃ-তমসঃ**—রজ এবং তমোগুণ; **পরম**—পরম; **সমাধিনা**—সমাধির দ্বারা; **যজন্তে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

এই বর্ষবাসীরাও ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত এবং অনুব্রত নামক চারটি বর্ণে বিভক্ত, যা ঠিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণ-বিভাগের অনুরূপ। তাঁরা প্রাণায়াম ও অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করেন এবং রজ ও তমোগুণের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পরম সমাধি যোগে বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন।

শ্লোক ২৮

অন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্ত্যাত্মকেতুভিঃ ।
অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে স্ফুটম্ ॥ ২৮ ॥

অন্তঃ-প্রবিশ্য—অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে; **ভূতানি**—সমস্ত জীবের; **যঃ**—যিনি; **বিভর্তি**—পালন করেন; **আত্ম-কেতুভিঃ**—দেহের অভ্যন্তরে (প্রাণ, অপান আদি) বায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা; **অন্তর্যামী**—অন্তর্যামী পরমাত্মা; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **পাতু**—দয়া করে পালন করুন; **নঃ**—আমাদের; **যৎ-বশে**—যাঁর নিয়ন্ত্রণে; **স্ফুটম্**—জড় জগৎ।

অনুবাদ

(শাকদ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন—) হে পরম পুরুষ, দেহের অভ্যন্তরে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করে আপনি প্রাণ আদি বায়ুর ক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং এইভাবে আপনি সমস্ত জীবদের পালন করেন। হে ভগবান, হে সর্বান্তর্যামী, হে জগদীশ্বর, আপনি আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

অষ্টাঙ্গ-যোগীরা প্রাণায়াম আদি যোগক্রিয়া অনুশীলনের দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে যোগী সমাধি দশা প্রাপ্ত হয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পরমাত্মাকে দর্শন করার চেষ্টা করেন। প্রাণায়াম হচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্থলে অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে ভগবানকে দর্শন করে, তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সমাধিস্থ হওয়ার উপায়।

শ্লোক ২৯

এবমেব দধিমণ্ডোদাৎ পরতঃ পুষ্করদ্বীপস্ততো দ্বিগুণায়ামঃ সমন্তত উপকল্পিতঃ সমানেন স্বাদূদকেন সমুদ্রেণ বহিরাবৃতো যস্মিন্ বৃহৎ পুষ্করং জ্বলনশিখামলকনকপত্রাযুতাযুতং ভগবতঃ কমলাসনস্যাধ্যাসনং পরিকল্পিতম্ ॥ ২৯ ॥

এবম্ এব—এইভাবে; **দধি-মণ্ড-উদাৎ**—দধি-সমুদ্রের; **পরতঃ**—পরে; **পুষ্কর-দ্বীপঃ**—পুষ্কর নামক আর একটি দ্বীপ; **ততঃ**—তার থেকে (শাকদ্বীপ থেকে); **দ্বিগুণ-আয়ামঃ**—দ্বিগুণ পরিমাণ; **সমন্ততঃ**—সর্বদিকে; **উপকল্পিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **সমানেন**—সমান বিস্তার; **স্বাদু-উদকেন**—মধুর জল সমন্বিত; **সমুদ্রেণ**—সমুদ্রের দ্বারা; **বহিঃ**—বাইরে; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যস্মিন্**—যাতে; **বৃহৎ**—অতি বিশাল; **পুষ্করম্**—পদ্মফুল; **জ্বলন-শিখা**—জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো; **অমল**—শুদ্ধ; **কনক**—স্বর্ণ; **পত্র**—পাতা; **অযুত-অযুতম্**—অযুত অযুত; **ভগবতঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **কমল আসনস্য**—কমল আসন যাঁর, সেই ব্রহ্মার; **অধ্যাসনম্**—উপবেশন স্থান; **পরিকল্পিতম্**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

সেই দধি-সমুদ্রের বাইরে পুষ্করদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে, যা ৬৪,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (৫,১২,০০,০০০ মাইল) অর্থাৎ দধি-সমুদ্রের দ্বিগুণ বিস্তার সমন্বিত। তা সেই দ্বীপেরই সমান বিস্তার সমন্বিত অত্যন্ত স্বাদু জলের সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই পুষ্করদ্বীপে অযুত অযুত (১০,০০,০০,০০০) বিশুদ্ধ স্বর্ণপত্র সমন্বিত একটি বিশাল পদ্ম রয়েছে, যা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল। সেই পদ্ম ফুলটিকে ব্রহ্মার উপবেশনের স্থান বলে মনে করা হয়, এবং পরম শক্তিমান জীব হওয়ার ফলে, ব্রহ্মাকে কখনও কখনও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়।

শ্লোক ৩০

তদ্দ্বীপমধ্যে মানসোত্তরনামৈক এবার্বাচীনপরাচীনবর্ষয়োর্মর্যাদাচলোঽযুতযোজনোচ্ছ্রায়ায়ামো যত্র তু চতসৃষু দিক্ষু চত্বারি পুরাণি লোকপালানামিন্দ্রাদীনাং যদুপরিষ্টাৎ সূর্যরথস্য মেরুং পরিভ্রমতঃ সংবৎসরাত্মকং চক্রং দেবানামহোরাত্রাভ্যাং পরিভ্রমতি ॥ ৩০ ॥

তৎ-দ্বীপ-মধ্যে—সেই দ্বীপের মধ্যে; **মানসোত্তর**—মানসোত্তর; **নাম**—নামক; **একঃ**—একটি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অর্বাচীন**—এই দিকে; **পরাচীন**—এবং অন্য দিকে; **বর্ষয়োঃ**—বর্ষের; **মর্যাদা**—সীমা নির্দেশকারী; **অচলঃ**—একটি বিশাল পর্বত; **অযুত**—দশ হাজার; **যোজন**—আট মাইল; **উচ্ছ্রায়-আয়ামঃ**—যার উচ্চতা এবং বিস্তার; **যত্র**—যেখানে; **তু**—কিন্তু; **চতসৃষু**—চার; **দিক্ষু**—দিকে; **চত্বারি**—চার; **পুরাণি**—নগরী; **লোক-পালানাম্**—লোকপালদের; **ইন্দ্র-আদীনাম্**—ইন্দ্র প্রমুখ; **যৎ**—যাঁর; **উপরিষ্টাৎ**—উপরে; **সূর্য-রথস্য**—সূর্যের রথের; **মেরুম্**—মেরু পর্বত; **পরিভ্রমতঃ**—পরিভ্রমণ করার সময়; **সংবৎসর-আত্মকম্**—এক সংবৎসর সমন্বিত; **চক্রম্**—চক্র; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **অহঃ-রাত্রাভ্যাম্**—দিন এবং রাত্রির দ্বারা; **পরিভ্রমতি**—পরিভ্রমণ করে।

অনুবাদ

সেই দ্বীপের মধ্যে মানসোত্তর নামক একটি পর্বত রয়েছে, যা সেই দ্বীপের অন্তরভাগ এবং বহিরভাগের সীমা নির্ধারণ করে। সেই পর্বতের বিস্তার এবং উচ্চতা ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল)। সেই পর্বতের চারদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদের চারটি পুরী রয়েছে। সেই পর্বতের উপর সংবৎসর নামক চক্রে সূর্যদেব তাঁর রথে পরিভ্রমণ করে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন। সূর্যের উত্তর দিকের পথকে বলা হয় উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণ দিকের পথকে বলা হয় দক্ষিণায়ন। তার একদিক দেবতাদের দিন এবং অন্য দিক দেবতাদের রাত্রি।

তাৎপর্য

সূর্যের পরিভ্রমণের কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫২) প্রতিপন্ন হয়েছে—*যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রঃ* । সূর্য ছয় মাস ধরে উত্তর দিকে এবং ছয় মাস ধরে দক্ষিণ দিকে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করছে। সেটি স্বর্গের দেবতাদের দিন এবং রাত্রি।

শ্লোক ৩১

তদ্দ্বীপস্যাপ্যধিপতিঃ প্রৈয়ব্রতো বীতিহোত্রো নামৈতস্যাত্মজৌ রমণকধাতকিনামানৌ বর্ষপতী নিযুজ্য স স্বয়ং পূর্বজবদ্ভগবৎকর্মশীল এবাস্তে ॥ ৩১ ॥

তৎ-দ্বীপস্য—সেই দ্বীপের; **অপি**—ও; **অধিপতিঃ**—অধিপতি; **প্রৈয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; **বীতিহোত্রঃ নাম**—বীতিহোত্র নামক; **এতস্য**—তাঁর; **আত্ম-জৌ**—

দুই পুত্রকে; **রমণক**—রমণক; **ধাতকি**—ধাতকি; **নামানৌ**—নামক; **বর্ষ-পতী**—দুটি বর্ষের অধিপতি; **নিযুজ্য**—নিযুক্ত করে; **সঃ স্বয়ম্**—তিনি স্বয়ং; **পূর্বজ-বৎ**—তাঁর অন্য ভ্রাতাদের মতো; **ভগবৎ-কর্মশীলঃ**—ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের কার্যে মগ্ন হয়ে; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **আস্তে**—আছেন।

অনুবাদ

বীতিহোত্র নামক মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র হচ্ছেন এই দ্বীপের অধিপতি। তাঁর দুই পুত্র রমণক এবং ধাতকি। তিনি তাঁর দুই পুত্রকে সেই দ্বীপের দুটি দিকের দুটি বর্ষের অধিপতি নিযুক্ত করে, স্বয়ং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মেধাতিথির মতো ভগবানের উপাসনায় রত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

তদ্বর্ষপুরুষা ভগবন্তং ব্রহ্মরূপিণং সকর্মকেণ কর্মণারাধয়ন্তীদং চোদাহরন্তি ॥ ৩২ ॥

তৎ-বর্ষ-পুরুষাঃ—সেই বর্ষবাসীগণ; **ভগবন্তম্**—ভগবানের; **ব্রহ্ম-রূপিণম্**—কমলাসীন ব্রহ্মারূপে; **স-কর্মকেণ**—জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য; **কর্মণা**—বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করে; **আরাধয়ন্তি**—আরাধনা করেন; **ইদম্**—এই; **চ**—এবং; **উদাহরন্তি**—তাঁরা জপ করেন।

অনুবাদ

তাঁদের জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সেই বর্ষবাসীরা ব্রহ্মারূপী ভগবানের আরাধনা করেন। তাঁরা নিম্নলিখিত স্তোত্রে ভগবানের স্তব করেন।

শ্লোক ৩৩

যৎ তৎ কর্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোঽর্চয়েৎ ।
একান্তমদ্বয়ং শান্তং তস্মৈ ভগবতে নম ইতি ॥ ৩৩ ॥

যৎ—যা; **তৎ**—তা; **কর্ম-ময়ম্**—বৈদিক কর্মের দ্বারা প্রাপ্য; **লিঙ্গম্**—রূপ; **ব্রহ্ম-লিঙ্গম্**—যার ফলে পরমব্রহ্মকে জানা যায়; **জনঃ**—ব্যক্তি; **অর্চয়েৎ**—অর্চনা করা কর্তব্য; **একান্তম্**—এক পরমেশ্বরে যার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে; **অদ্বয়ম্**—অভিন্ন;

শান্তম্—শান্ত; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—পরম শক্তিমান; **নমঃ**—নমস্কার; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

ব্রহ্মা কর্মময় নামে পরিচিত, কারণ বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের মন্ত্র তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি অবিচলভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, এবং তাই একদিক দিয়ে তিনি ভগবান থেকে অভিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অদ্বয়বাদীরা যেভাবে তাঁর উপাসনা করে, সেভাবে তাঁর উপাসনা করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে দ্বৈত ভাব নিয়ে তাঁর উপাসনা করা উচিত। সর্বদা পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবকরূপে তাঁর সেবা করা উচিত। তাই সাক্ষাৎ বৈদিক জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়েছেন যে ভগবান ব্রহ্মা, তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কর্মময়ম্* ('বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রাপ্য') শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *বেদে* বলা হয়েছে, *স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি*—"যিনি নিষ্ঠা সহকারে শত জন্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন, তিনি ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হবেন।" এই বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মা অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে কখনও ভগবান বলে মনে করেন না; তিনি সর্বদা জানেন যে, তিনি ভগবানের নিত্য দাস। যেহেতু চিন্ময় স্তরে প্রভু এবং ভৃত্য উভয়েই চিন্ময়, তাই এখানে ব্রহ্মাকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু কোন ভক্ত যদি পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সেবা করেন, তা হলে বৈদিক শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়। তাই ব্রহ্মাকে *ব্রহ্মলিঙ্গ* বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর সমগ্র রূপ বৈদিক জ্ঞানময়।

শ্লোক ৩৪

ঋষিরুবাচ

ততঃ পরস্তাল্লোকালোকনামাচলো লোকালোকয়োরন্তরালে পরিত উপক্ষিপ্তঃ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ—সেই স্বাদু জলের সমুদ্রের; **পরস্তাৎ**—পরে; **লোকালোক-নাম**—লোকালোক নামক; **অচলঃ**—একটি পর্বত; **লোক-অলোকয়োঃ অন্তরালে**—পূর্ণ সূর্যালোকের

দেশ এবং সূর্যের আলোকহীন দেশের মধ্যে; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **উপক্ষিপ্তঃ**—বিদ্যমান রয়েছে।

অনুবাদ

তারপর, স্বাদুজলের সমুদ্রের পরে এবং তাকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে রয়েছে লোকালোক পর্বত, যা সূর্যের আলোকে পূর্ণ দেশ এবং আলোকবিহীন দেশগুলিকে বিভক্ত করেছে।

শ্লোক ৩৫

যাবন্মানসোত্তরমের্বোরন্তরং তাবতী ভূমিঃ কাঞ্চন্যন্যাদর্শতলোপমা যস্যাং প্রহিতঃ পদার্থো ন কথঞ্চিৎ পুনঃ প্রত্যুপলভ্যতে তস্মাৎ সর্বসত্ত্বপরিহৃতাসীৎ ॥ ৩৫ ॥

যাবৎ—যতখানি; **মানসোত্তর-মের্বোঃ অন্তরম্**—মানসোত্তর পর্বত এবং মেরু পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান; **তাবতী**—ততখানি; **ভূমিঃ**—ভূমি; **কাঞ্চনী**—স্বর্ণময়; **অন্যা**—অন্য; **আদর্শ-তল-উপমা**—যা ঠিক দর্পণের মতো; **যস্যাম্**—যাতে; **প্রহিতঃ**—পতিত; **পদার্থঃ**—বস্তু; **ন**—না; **কথঞ্চিৎ**—কোনও ভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **প্রত্যুপলভ্যতে**—পাওয়া যায়; **তস্মাৎ**—সেই হেতু; **সর্ব-সত্ত্ব**—সমস্ত জীবদের দ্বারা; **পরিহৃতা**—বর্জিত; **আসীৎ**—ছিল।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বত থেকে মানসোত্তর পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃতি সমন্বিত একটি ভূমি স্বাদু জলের সমুদ্রের পরে রয়েছে। সেখানে বহু প্রাণীও বাস করে। তারপর লোকালোক পর্বত ও দধি-সমুদ্রের অন্তরালে এক কাঞ্চনময়ী ভূমি রয়েছে। সেই ভূমি স্বর্ণময় হওয়ার ফলে তা দর্পণের মতো আলোক প্রতিফলিত করে, এবং কোন বস্তু সেখানে পতিত হলে তাকে আর দেখা যায় না। তাই সমস্ত প্রাণী সেই স্থান বর্জন করেছে।

শ্লোক ৩৬

লোকালোক ইতি সমাখ্যা যদনেনাচলেন লোকালোকস্যান্তর্বর্তিনাবস্থাপ্যতে ॥ ৩৬ ॥

লোক—আলোক সমন্বিত (অথবা অধিবাসী সমন্বিত); **অলোকঃ**—আলোক-বিহীন (অথবা অধিবাসীবিহীন); **ইতি**—এইভাবে; **সমাখ্যা**—নামক; **যৎ**—যা; **অনেন**—এর দ্বারা; **অচলেন**—পর্বত; **লোক**—প্রাণীদের দ্বারা অধ্যুষিত স্থান; **অলোকস্য**—এবং যে স্থানে প্রাণীরা বাস করে না; **অন্তর্বর্তিনা**—মধ্যবর্তী; **অবস্থাপ্যতে**—অবস্থিত।

অনুবাদ

প্রাণী অধ্যুষিত এবং প্রাণী বর্জিত স্থান দুটির মাঝখানে এক বিশাল পর্বত রয়েছে যা এই দুটি স্থানকে পৃথক করেছে, তাই তা লোকালোক নামে বিখ্যাত।

শ্লোক ৩৭

স লোকত্রয়ান্তে পরিত ঈশ্বরেণ বিহিতো যস্মাৎ সূর্যাদীনাং ধ্রুবাপবর্গাণাং জ্যোতির্গণানাং গভস্তয়োঽর্বাচীনাংস্ত্রীঁল্লোকানাবিতন্বানা ন কদাচিৎ পরাচীনা ভবিতুমুৎসহন্তে তাবদুন্নহনায়ামঃ ॥ ৩৭ ॥

সঃ—সেই পর্বত; **লোক-ত্রয়-অন্তে**—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই তিন লোকের অন্তে; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **ঈশ্বরেণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **বিহিতঃ**—সৃষ্ট; **যস্মাৎ**—যাঁর থেকে; **সূর্য-আদীনাম্**—সূর্যলোকের; **ধ্রুব-অপবর্গাণাম্**—ধ্রুবলোক তথা অন্য নিম্নতর নক্ষত্র পর্যন্ত; **জ্যোতিঃ-গণানাম্**—সমস্ত জ্যোতিষ্কের; **গভস্তয়ঃ**—রশ্মি; **অর্বাচীনান্**—এই দিকে; **ত্রীন্**—তিন; **লোকান্**—লোক; **আবিতন্বানাঃ**—ব্যাপ্ত; **ন**—না; **কদাচিৎ**—কখনও; **পরাচীনাঃ**—সেই পর্বতের পরেই; **ভবিতুম্**—হতে; **উৎসহন্তে**—সক্ষম হয়; **তাবৎ**—ততখানি; **উন্নহন-আয়ামঃ**—সেই পর্বতের উচ্চতা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের পরম ইচ্ছার প্রভাবে লোকালোক পর্বত ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই তিন লোকের সীমা নির্ধারক পর্বতরূপে সংস্থাপিত হয়েছে। সূর্যলোক থেকে ধ্রুবলোক পর্যন্ত সমস্ত জ্যোতিষ্ক এই পর্বতের দ্বারা নির্ণীত সীমার মধ্যে ত্রিলোক জুড়ে তাদের কিরণ বিতরণ করে। এই পর্বত অত্যন্ত উচ্চ, এমনকি ধ্রুবলোক থেকেও উচ্চ, তাই সমস্ত জ্যোতিষ্কের কিরণ তার বাইরে যেতে পারে না।

তাৎপর্য

লোকত্রয় বলতে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই তিনটি লোককে বোঝায়, যাদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড বিভক্ত হয়েছে। এই তিন লোককে ঘিরে রয়েছে আট দিক, যথা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান (উত্তর-পূর্ব), অগ্নি (দক্ষিণ-পূর্ব), বায়ু (উত্তর-পশ্চিম) এবং নৈঋত (দক্ষিণ-পশ্চিম)। লোকালোক পর্বতকে বাইরের সীমারূপে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সমভাবে সূর্য এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কের কিরণ বিতরিত হয়।

সূর্যের কিরণ যে কিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিতরিত হয়, তার বিশদ বর্ণনা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মাণ্ডের এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণ তাঁর শ্রীগুরুদেবের কাছে যেভাবে শুনেছিলেন, সেইভাবে তা মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত তথ্য তিনি পাঁচ হাজার বছর পূর্বে প্রদান করেছিলেন, কিন্তু এই জ্ঞান তারও বহু বহু কাল পূর্বে বিদ্যমান ছিল, কারণ শুকদেব গোস্বামী এই জ্ঞান গুরু-পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত হয়েছেন। যেহেতু এই জ্ঞান গুরু-পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত, তাই তা পূর্ণ এবং অভ্রান্ত। পক্ষান্তরে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানের ইতিহাস বড় জোর কয়েকশ বছর। তাই, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যদিও *শ্রীমদ্ভাগবতের* তথ্য স্বীকার করতে চায় না, তবুও তাদের কল্পনারও পূর্বে বিদ্যমান এই সমস্ত নিখুঁত জ্যোতির্গণনা কিভাবে তারা অস্বীকার করবে? *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে সংগ্রহ করার মতো কত তথ্য রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কিন্তু অন্য লোক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, এবং বাস্তবিকপক্ষে যে গ্রহটিতে তারা বাস করছে, সেই গ্রহটি সম্বন্ধেও তারা যথাযথভাবে পরিচিত নয়।

শ্লোক ৩৮

এতাবাঁল্লোকবিন্যাসো মানলক্ষণসংস্থাভির্বিচিন্তিতঃ কবিভিঃ স তু পঞ্চাশৎকোটিগণিতস্য ভূগোলস্য তুরীয়ভাগো হয়ং লোকালোকাচলঃ ॥ ৩৮ ॥

এতাবান্—এতটুকু; **লোক-বিন্যাসঃ**—বিভিন্ন লোকের বিস্তার; **মান**—পরিমাপ; **লক্ষণ**—লক্ষণ; **সংস্থাভিঃ**—এবং তাদের বিভিন্ন স্থিতি; **বিচিন্তিতঃ**—বৈজ্ঞানিক গণনার দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে; **কবিভিঃ**—পণ্ডিতদের দ্বারা; **সঃ**—তা; **তু**—কিন্তু; **পঞ্চাশৎ-কোটি**—৫০,০০,০০,০০০ যোজন; **গণিতস্য**—যা গণনা করা হয়েছে; **ভূ-গোলস্য**—ভূগোলক নামক লোকের; **তুরীয়-ভাগঃ**—এক-চতুর্থাংশ; **অয়ম্**—এই; **লোকালোক-অচলঃ**—লোকালোক পর্বত।

অনুবাদ

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণপাটব—এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত পণ্ডিতেরা বিভিন্ন লোকের লক্ষণ, পরিমাপ এবং অবস্থিতি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বিচার পূর্বক স্থির করেছেন যে, সুমেরু পর্বত থেকে লোকালোক পর্বতের দূরত্ব ১২,৫০,০০,০০০ যোজন (১০০,০০,০০,০০০ মাইল), অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-গোলকের এক-চতুর্থাংশ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লোকালোক পর্বতের স্থিতি, সূর্যগোলকের গতি এবং ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি থেকে সূর্যের দূরত্ব সম্বন্ধে নিখুঁত জ্যোতির্বিদ্যাগত তথ্য প্রদান করেছেন। কিন্তু জ্যোতির্গণনায় যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা ইংরাজিতে অনুবাদ করা কঠিন। তাই পাঠকদের সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সংস্কৃত ভাষার বিবৃতিটি যথাযথভাবে এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে, যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় গণনা করা হয়েছে—

স তু লোকালোকস্তু ভূগোলকস্য ভূসম্বন্ধাণ্ডগোলকস্যেত্যর্থঃ। সূর্যস্যেব ভূবোঽপ্যণ্ডগোলকয়োর্মধ্যবর্তিত্বাৎ খগোলমিব ভূগোলমপি পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণং তস্য তুরীয়ভাগঃ সার্ধদ্বাদশকোটিযোজনবিস্তারোচ্ছ্রায় ইত্যর্থঃ ভূস্তু চতুস্ত্রিংশল্লক্ষোনপঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণা জ্ঞেয়া। যথা মেরুমধ্যান্মানসোত্তরমধ্যপর্যন্তং সার্ধসপ্তপঞ্চাশল্লক্ষোত্তরকোটিযোজনপ্রমাণম্। মানসোত্তরমধ্যাৎ স্বাদূদকসমুদ্রপর্যন্তং ষণ্ণবতিলক্ষযোজনপ্রমাণং ততঃ কাঞ্চনীভূমিঃ সার্ধসপ্তপঞ্চাশল্লক্ষোত্তরকোটিযোজনপ্রমাণা এবমেকতো মেরুলোকালোকয়োরন্তরালমেকাদশলক্ষাধিকচতুষ্কোটিপরিমিতমন্যতোঽপি তথত্যেতো লোকালোকাল্লোকপর্যন্তং স্থানং দ্বাবিংশতিলক্ষোত্তরাষ্টকোটিপরিমিতং লোকালোকাদ্বহিরপ্যেকতঃ এতাবদেব অন্যতোঽপ্যতাবদেব যদ্বক্ষ্যতে, যোঽন্তর্বিস্তার এতেন হ্যলোকপরিমাণঞ্চ ব্যাখ্যাতং যদ্বহির্লোকালোকচলাদিতি একতো লোকালোকঃ সার্ধদ্বাদশকোটিযোজনপরিমাণঃ অন্যতোঽপি স তথেত্যেবং চতুস্ত্রিংশল্লক্ষোনপঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণা ভূঃ সাব্ধিদ্বীপপর্বতা জ্ঞেয়া। অতএবাণ্ডগোলকাৎ সর্বতো দিক্ষু সপ্তদশলক্ষযোজনাবকাশে বর্তমানে সতি পৃথিব্যাঃ শেষনাগেন ধারণং দিগ্‌গজৈশ্চ নিশ্চলীকরণং সার্থকং ভবেদন্যথা তু ব্যাখ্যান্তরে পঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণত্বাদ্ অণ্ডগোলকলগ্নত্বে তত্তৎসর্বমকিঞ্চিৎকরং স্যাৎ চাক্ষুষে মন্বন্তরে চাকস্মাৎ মজ্জনং শ্রীবরাহদেবেনোত্থাপনঞ্চ দুর্ঘটং স্যাদিত্যাদিকং বিবেচনীয়ম্ ॥

শ্লোক ৩৯

তদুপরিষ্টাচ্চতসৃষ্বাশাস্বাত্মযোনিনাখিলজগদ্‌গুরুণাধিনিবেশিতা যে দ্বিরদপতয় ঋষভঃ পুষ্করচূড়ো বামনোঽপরাজিত ইতি সকললোক-স্থিতিহেতবঃ ॥ ৩৯ ॥

তৎ-উপরিষ্টাৎ—লোকালোক পর্বতের উপরে; **চতসৃষু আশাসু**—চতুর্দিকে; **আত্ম-যোনিনা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **অখিল-জগৎ-গুরুণা**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের গুরু; **অধিনি-বেশিতাঃ**—স্থাপিত; **যে**—সেই সমস্ত; **দ্বিরদ-পতয়ঃ**—শ্রেষ্ঠ হস্তী; **ঋষভঃ**—ঋষভ; **পুষ্করচূড়ঃ**—পুষ্করচূড়; **বামনঃ**—বামন; **অপরাজিতঃ**—অপরাজিত; **ইতি**—এই প্রকার; **সকল-লোক-স্থিতি-হেতবঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোক পালনের জন্য।

অনুবাদ

লোকালোক পর্বতের উপরে চারটি গজপতি জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। তাদের নাম ঋষভ, পুষ্করচূড়, বামন এবং অপরাজিত। তারা ব্রহ্মাণ্ডের এই সমস্ত লোক ধারণ করেন।

শ্লোক ৪০

তেষাং স্ববিভূতীনাং লোকপালানাং চ বিবিধবীর্যোপবৃংহণায় ভগবান্ পরমমহাপুরুষো মহাবিভূতিপতিরন্তর্যাম্যাত্মনো বিশুদ্ধসত্ত্বং ধর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্যাদ্যষ্টমহাসিদ্ধ্যুপলক্ষণং বিষ্বক্সেনাদিভিঃ স্বপার্ষদপ্রবরৈঃ পরিবারিতো নিজবরায়ুধোপশোভিতৈর্নিজভুজদণ্ডৈঃ সন্ধারয়মাণস্তস্মিন্ গিরিবরে সমন্তাৎ সকললোকস্বস্তয় আস্তে ॥ ৪০ ॥

তেষাম্—তাঁদের মধ্যে; **স্ব-বিভূতীনাম্**—তাঁর নিজের অংশসম্ভূত এবং সহকারী; **লোক-পালানাম্**—যাঁদের উপর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে; **চ**—এবং; **বিবিধ**—নানা প্রকার; **বীর্য-উপবৃংহণায়**—তাঁর শক্তি বিস্তারের জন্য; **ভগবান্**—ভগবান; **পরম-মহা-পুরুষঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর ভগবান; **মহা-বিভূতি-পতিঃ**—সমস্ত অচিন্ত্য শক্তির ঈশ্বর; **অন্তর্যামী**—পরমাত্মা; **আত্মনঃ**—নিজের; **বিশুদ্ধ-সত্ত্বম্**—জড় গুণের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত যাঁর সত্ত্বা; **ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য**—ধর্ম, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের; **ঐশ্বর্যাদি**—সর্বপ্রকার

ঐশ্বর্য; **অষ্ট**—আট; **মহাসিদ্ধি**—মহা যোগসিদ্ধি; **উপলক্ষণম্**—লক্ষণ-সমন্বিত; **বিষ্বক্সেন-আদিভিঃ**—বিষ্বক্সেন আদি তাঁর অংশের দ্বারা; **স্ব-পার্ষদ-প্রবরৈঃ**—তাঁর পার্ষদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **পরিবারিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **নিজ**—তাঁর নিজের; **বর-আয়ুধ**—বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রের দ্বারা; **উপশোভিতৈঃ**—অলঙ্কৃত হয়ে; **নিজ**—নিজের; **ভুজ-দণ্ডৈঃ**—বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা; **সন্ধারয়মাণঃ**—সেই রূপ প্রকাশ করে; **তস্মিন্**—তাতে; **গিরি-বরে**—বিশাল পর্বত; **সমন্তাৎ**—চারদিকে; **সকল-লোক-স্বস্তয়ে**—সমস্ত লোকের কল্যাণের জন্য; **আস্তে**—রয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত দিব্য ঐশ্বর্যের ঈশ্বর এবং পরব্যোমের অধিপতি। তিনি পরমপুরুষ ভগবান এবং সকলের পরমাত্মা। ইন্দ্রাদি লোকপালেরা তাঁরই নির্দেশে জড় জগতের বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। সমস্ত লোকের সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য এবং সেই গজপতিদের ও দেবতাদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ভগবান সেই পর্বতের উপরে তাঁর এক বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপ প্রকাশ করেছেন। বিষ্বক্সেন আদি পার্ষদ পরিবৃত হয়ে তিনি ধর্ম, জ্ঞান আদি পূর্ণ ঐশ্বর্য এবং অণিমা, লঘিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি প্রকাশ করেন। তাঁর চার হাতে বিভিন্ন অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে তিনি অত্যন্ত সুন্দররূপে বিরাজমান।

শ্লোক ৪১

আকল্পমেবং বেষং গত এষ ভগবানাত্মযোগমায়য়া বিরচিতবিবিধলোক-যাত্রাগোপীয়ায়েত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

আ-কল্পম্—কল্পান্ত পর্যন্ত কাল; **এবম্**—এই প্রকার; **বেষম্**—বেশ; **গতঃ**—ধারণ করেছেন; **এষঃ**—এই; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-যোগ-মায়য়া**—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **বিরচিত**—সম্পন্ন; **বিবিধ-লোক-যাত্রা**—বিভিন্ন লোকের জীবনযাত্রা; **গোপীয়ায়**—কেবল পালন করার জন্য; **ইতি**—এই প্রকার; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

নারায়ণ, বিষ্ণু আদি ভগবানের বিভিন্ন রূপ বিবিধ অস্ত্রের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলংকৃত। ভগবান তাঁর চিৎশক্তি যোগমায়ার দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত গ্রহলোক পালন করার জন্য সেই সমস্ত রূপ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সম্ভবামি আত্ম-মায়য়া*—"আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হই।" *আত্ম-মায়া* ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকে বোঝায়। যোগমায়ার দ্বারা জড় জগৎ এবং চিৎ-জগৎ সৃষ্টি করার পর, ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্তি এবং দেবতারূপে নিজেকে বিস্তার করে স্বয়ং তাদের পালন করেন। তিনি সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত এই জড় জগৎ পালন করেন, এবং তিনি স্বয়ং চিৎ-জগৎকে পালন করেন।

শ্লোক ৪২

যোঽন্তর্বিস্তার এতেন হ্যলোকপরিমাণং চ ব্যাখ্যাতং যদ্বহির্লোকালোকাচলাৎ। ততঃ পরস্তাদ্‌যোগেশ্বরগতিং বিশুদ্ধামুদাহরন্তি ॥ ৪২ ॥

যঃ—যা; **অন্তঃ-বিস্তারঃ**—লোকালোক পর্বতের ভিতরের দূরত্ব; **এতেন**—এর দ্বারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অলোক-পরিমাণম্**—অলোকবর্ষের বিস্তার; **চ**—এবং; **ব্যাখ্যাতম্**—বর্ণিত হয়েছে; **যত**—যা; **বহিঃ**—বাইরে; **লোকালোক-অচলাৎ**—লোকালোক পর্বতের পরে; **ততঃ**—তা; **পরস্তাৎ**—অতীত; **যোগেশ্বর-গতিম্**—ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে যোগেশ্বর কৃষ্ণের গতি; **বিশুদ্ধাম্**—জড় কলুষ মুক্ত; **উদাহরন্তি**—তাঁরা বলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, লোকালোক পর্বতের বাইরে অলোকবর্ষ রয়েছে, যার বিস্তার পর্বতের অভ্যন্তর ভাগের বিস্তারের সমান, অর্থাৎ ১২,৫০,০০,০০০যোজন (১০০কোটি মাইল)। অলোকবর্ষের পথ মুক্তিকামী ব্যক্তিদের গন্তব্যস্থান। সেই স্থান জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, সুতরাং বিশুদ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-পুত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্য অর্জুনকে নিয়ে এই স্থানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

অণ্ডমধ্যগতঃ সূর্যো দ্যাবাভূম্যোর্যদন্তরম্ ।
সূর্যাণ্ডগোলয়োর্মধ্যে কোট্যঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৪৩ ॥

অণ্ড-মধ্য-গতঃ—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত; **সূর্যঃ**—সূর্যমণ্ডল; **দ্যাব্-আভূম্যোঃ**—ভূর্লোক এবং ভুবর্লোক নামক দুটি লোক; **যৎ**—যা; **অন্তরম্**—মধ্যে; **সূর্য**—সূর্যের;

অণ্ড-গোলয়োঃ—এবং ব্রহ্মাণ্ড-গোলক; **মধ্যে**—মধ্যে; **কোট্যঃ**—কোটি; **স্যুঃ**—হয়; **পঞ্চ-বিংশতিঃ**—পঁচিশ।

অনুবাদ

সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ভূর্লোক এবং ভূবর্লোকের মধ্যবর্তী স্থান অন্তরীক্ষ, এবং তাই তা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল। সূর্য ও ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির দূরত্ব পঁচিশ কোটি যোজন (২০০কোটি মাইল)।

তাৎপর্য

৮ মাইলে ১ যোজন হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস ৫০কোটি যোজন (৪০০কোটি মাইল)। সূর্য যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাই সূর্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তের দূরত্ব ২৫কোটি যোজন (২০০কোটি মাইল)।

শ্লোক ৪৪

মৃতেঽণ্ড এষ এতস্মিন্ যদভূত্ততো মার্তণ্ড ইতি ব্যপদেশঃ ।
হিরণ্যগর্ভ ইতি যদ্ধিরণ্যাণ্ডসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৪ ॥

মৃতে—মৃত; **অণ্ডে**—গোলকে; **এষঃ**—এই; **এতস্মিন্**—এতে; **যৎ**—যা; **অভূৎ**—সৃষ্টির সময়ে স্বয়ং প্রবেশ করেছেন; **ততঃ**—তা থেকে; **মার্তণ্ড**—মার্তণ্ড; **ইতি**—এইভাবে; **ব্যপদেশঃ**—উপাধি; **হিরণ্য-গর্ভঃ**—হিরণ্যগর্ভ নামক; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ**—যেহেতু; **হিরণ্য-অণ্ড-সমুদ্ভবঃ**—হিরণ্যগর্ভ থেকে তাঁর জড় দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

অনুবাদ

সূর্যদেব বৈরাজ নামেও পরিচিত, অর্থাৎ তিনি সমস্ত জীবের সমষ্টি-শরীর। যেহেতু তিনি সৃষ্টির সময় ব্রহ্মাণ্ডরূপ অচেতন অণ্ডে প্রবিষ্ট হন, তাই তিনি মার্তণ্ড নামেও পরিচিত। তাঁর আরেক নাম হিরণ্যগর্ভ, কারণ তিনি হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) থেকে তাঁর স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

আধ্যাত্মিক স্তরে অতি উন্নত জীব ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। যখন সেই প্রকার উপযুক্ত জীব থাকেন না, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মারূপে প্রকট হন। তবে সচরাচর তা হয় না। ফলে দুই প্রকার ব্রহ্মা রয়েছেন। কখনও ব্রহ্মা একজন সাধারণ

জীব এবং অন্য কোন সময়ে ব্রহ্মা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এখানে যে ব্রহ্মার কথা বলা হয়েছে, তিনি জীব। ব্রহ্মা ভগবান হোন অথবা সাধারণ জীবই হোন, তিনিই বৈরাজ ব্রহ্মা এবং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। তাই সূর্যদেবকেও এখানে বৈরাজরূপে স্বীকার করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৫

সূর্যেণ হি বিভজ্যন্তে দিশঃ খং দ্যৌর্মহী ভিদা ।
স্বর্গাপবর্গৌ নরকা রসৌকাংসি চ সর্বশঃ ॥ ৪৫ ॥

সূর্যেণ—সূর্যলোকে সূর্যদেবের দ্বারা; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **বিভজ্যন্তে**—বিভক্ত হয়েছে; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **খম্**—আকাশ; **দ্যৌঃ**—স্বর্গলোক; **মহী**—পৃথিবী; **ভিদা**—অন্য বিভাগ; **স্বর্গ**—স্বর্গ; **অপবর্গৌ**—এবং মুক্তিপদ; **নরকাঃ**—নরক; **রসৌকাংসি**—অতল আদি; **চ**—এবং; **সর্বশঃ**—সমস্ত।

অনুবাদ

হে রাজন, সূর্যদেব এবং সূর্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিক বিভাগ করেছে। সূর্যের উপস্থিতির ফলে আমরা আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্যান্য নিম্নতর লোক সম্বন্ধে বুঝতে পারি। সূর্যের কারণেই আমরা বুঝতে পারি কোন্ স্থান জড় সুখভোগের জন্য, কোন্ স্থান মুক্তির জন্য, কোন্ স্থান নরক এবং কোন্ স্থান পাতাল।

শ্লোক ৪৬

দেবতির্যঙ্মনুষ্যাণাং সরীসৃপসবীরুধাম্ ।
সর্বজীবনিকায়ানাং সূর্য আত্মা দৃগীশ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥

দেব—দেবতাদের; **তির্যক্**—নিম্নস্তরের পশুদের; **মনুষ্যাণাম্**—এবং মানুষদের; **সরীসৃপ**—সরীসৃপ; **স-বীরুধাম্**—এবং বৃক্ষ ও লতা; **সর্বজীবনিকায়ানাম্**—সর্ব প্রকার জীবের; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **আত্মা**—আত্মা; **দৃক্**—চক্ষুর; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

দেব, নর, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, লতা এবং বৃক্ষ সকলেই সূর্যলোক থেকে সূর্যদেব কর্তৃক প্রদত্ত তাপ এবং আলোকের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের

উপস্থিতির ফলেই সমস্ত জীব দেখতে পায়, এবং তাই তাঁকে বলা হয় দৃগ্-ঈশ্বর বা দৃষ্টির ঈশ্বর।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সূর্য আত্মা আত্মত্বেনোপাস্যঃ।* এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত জীবের প্রকৃত আত্মা হচ্ছেন সূর্য। তাই তিনি *উপাস্য* । আমরা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার দ্বারা সূর্যদেবের উপাসনা করি (*ওঁ ভূর্ভুব স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি*)। সূর্য এই ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা এবং এই রকম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, সেগুলির আত্মা হচ্ছেন সূর্যদেব, ঠিক যেমন ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জগতের আত্মা। আমরা জানি যে বৈরাজ বা হিরণ্যগর্ভ সূর্য নামক বিশাল অচেতন জড় গোলকে প্রবেশ করেছেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা যে বলে সূর্যলোকে কোন প্রাণী নেই, তা ভুল। *ভগবদ্গীতায়* ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, প্রথমে তিনি *ভগবদ্গীতা* সূর্যদেবকে উপদেশ করেছিলেন (*ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্*)। অতএব সূর্যলোক জীব হীন নয়। সেখানে বহু জীব বাস করে এবং সেখানকার প্রধান দেবতা হচ্ছেন বৈরাজ বা বিবস্বান। সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সূর্য অগ্নিময় লোক এবং সেখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সেখানে বাস করার উপযুক্ত শরীর রয়েছে এবং তাঁরা সেখানে অনায়াসে বাস করতে পারেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা' নামক বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।